গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬৩ বর্ষ ১৩ সংখ্যা ৫ -১১ নভেম্বর, ২০১০ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

ওবামাকে স্বাগত জানালে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের প্রতি বেইমানি করা হবে

৬ নভেম্বর তিনদিনের ভারত সফরে আসছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ইরাক, আফগানিস্তান সহ বহু দেশের অসংখ্য সাধারণ মানুষের রক্তে হাত রাঙানো, বিশ্বের নৃশংসতম সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রটির কর্ণধার ওবামা ভারতে এসে প্রথমে মুম্বইয়ের তাজ হোটেলে জঙ্গি হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন এবং তার পরেই যাবেন গান্ধী মিউজিয়ামে। গান্ধী সমাধিতেও শ্রদ্ধা জানাবেন তিনি। মহাত্মা গান্ধী, বিশেষ করে তাঁর অহিংস আদর্শের প্রতি ওবামার নাকি বিশেষ শ্রদ্ধা। শুধু ওবামা বলে নয়, পূর্বেকার গণহত্যাকারী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের মুখেও গান্ধীর শান্তি ও অহিংসার নীতির জয়ধ্বনি শোনা যেত। ভারতে পদার্পণ করে এইসব সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা মনে করেন, শান্তি, অহিংসা, গান্ধীজি, গণতন্ত্র — এসব কথাগুলো বললেই এদেশের জনগণ তাঁদের শান্তির দূত বলে মনে করে নেবেন। ওঁরা এতটাই নির্বোধ মনে করেন এদেশের জনগণকে।

ইতিপূর্বের প্রায় সকল মার্কিন প্রেসিডেন্ট এবং এখন বিশেষত বারাক ওবামা ভারত প্রসঙ্গ উঠলেই বলেন, দুই দেশ গণতন্ত্রের একই মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এ জন্যই এরা একে অপরের স্বাভাবিক পরম মিত্র বা বন্ধু হতে বাধ্য। গণতন্ত্রের প্রতি কী অসীম দরদ! অথচ এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অজুহাত তুলে কীভাবে বোমা মেরে মেরে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে আফগানিস্তান দেশটিকে, নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে, গোটা দুনিয়ার মানুষ তা জানে। এই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই খনিজ তেলের লোভে ইরাকে

ছয়ের পাতায় দেখুন

৮ নভেম্বর দেশব্যাপী বিক্ষোভের ডাক

মহান নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ

''সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর এবং বিংশ শতাব্দীতেই পুঁজিবাদ সেই স্তরে উপনীত হয়েছে। পূর্বতন জাতীয় রাষ্ট্র — যা গড়ে না উঠলে সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করা সম্ভব ছিল না — সেগুলি আজ আর পুঁজিবাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। পুঁজিবাদ কেন্দ্রীকরণকে এমনভাবে গড়ে তুলেছে যে, শিল্পের সমস্ত শাখা-প্রশাখাগুলিকে ধনকুবেরদের সিন্ডিকেট, ট্রাস্ট ও অ্যাসোশিয়েশন অধিকার করেছে এবং 'পুঁজির সম্রাটরা' হয় উপনিবেশ করে অথবা অন্য দেশগুলিকে অর্থনৈতিক শোষণের হাজার রকমের জালে আটকে প্রায় সমগ্র বিশ্বকেই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে। ... সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত যে পুঁজিবাদ ছিল জাতির মুক্তিদাতা সেই পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করে এখন জাতির সবচেয়ে বড় উৎপীড়কে পরিণত হয়েছে। আগে যে পুঁজিবাদ ছিল প্রগতিশীল, আজ সে প্রতিক্রিয়াশীল। এই পুঁজিবাদ আজ উৎপাদিকা শক্তিকে এমন একটা স্তরে উন্নীত করেছে যে, উপনিবেশ সৃষ্টি, একচেটিয়া ব্যবস্থা, নানা সুযোগ সুবিধা এবং জাতির উপর সমস্ত রকমের উৎপীড়নের মাধ্যমে পুঁজিবাদকে কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে মানবসমাজকে হয় বছরের পর বছর এমনকী কয়েক দশক ধরে 'বৃহৎ শক্তিগুলির' সশস্ত্র সংঘর্ষের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে, নতুবা তারই বিকল্প হিসাবে সমাজতন্ত্রের দিকে যেতে হবে।''

— ভি আই লেনিন

নন্দীগ্রামে অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ তো বটেই অপরাধীদের শাস্তিও দিতে হবে

নন্দীগ্রামে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে জমি দখল করতে গিয়ে রাজ্য সরকারের পুলিশ ও দলীয় ক্রিমিনালরা ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ যে বর্বর গণহত্যা ও গণধর্ষণ চালিয়েছিল, অবশেষে সুপ্রিম কোর্ট সেই ঘটনায় নিহতদের পরিবার, আহত ও ধর্ষিতাদের অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তৃণমূল আন্দোলনের পরিবেশে ইতিপূর্বে কলকাতা হাইকোর্ট পুলিশের গুলিচালনাকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে সিবিআই তদন্ত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। সেই সময় এই ঘটনায় রাজ্য জুড়ে শাসক সিপিএমের বিরুদ্ধে প্রবল ধিক্কার ওঠে। বিবেকবান মানুষমাত্রেই প্রতিবাদে সোচ্চার হন। প্রতিবাদ করে রাস্তায় নামেন কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-নাট্যকর্মীরা। একের পর এক বনধে রাজ্য অচল হয়ে পড়ে। লক্ষাধিক মানুষ মহামিছিলে পা মেলান। রাজ্য সরকার বাধ্য হয়ে পিছু হটে। কিন্তু এই দুরাচারী সরকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায় কার্যকর করা দূরের কথা, পুলিশি গুলিচালনাকে অসাংবিধানিক বলা এবং একতরফাভাবে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার এক্তিয়ার কলকাতা হাইকোর্টের নেই বলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে।

সুপ্রিম কোর্টে সেই মামলার শুনানিতেই ২৭ অক্টোবর বিচারপতি আর বি রবীন্দ্রন এবং এ কে পট্টনায়েকের ডিভিশন বেঞ্চ ক্ষতিপূরণের আবারও নির্দেশ দেয়। গুলিচালনার যৌক্তিকতা বোঝাতে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছিল, আন্দোলনকারীরা সেদিন সশস্ত্র ছিল এবং পুলিশকে আক্রমণ করেছিল। সরকার আক্রমণকারীদের ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি নয়। রাজ্য সরকারের আইনজীবী আদালতে বলেন, নন্দীগ্রামে যারা আন্দোলন করেছিল তারা সবাই মাওবাদী ও মাওবাদী ঘনিষ্ঠ এবং আইনশৃঙ্খলার অবনতি হওয়ার ফলেই পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিল।

ছয়ের পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির দাবি

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু ২৮ অক্টোবর এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন,

নন্দীগ্রামে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে জমি দখল করতে গিয়ে সিপিএম সরকারের পুলিশ ও দলীয় ক্রিমিনালরা আন্দোলনকারী মহিলা সহ কৃষকদের উপর ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ যে পরিকল্পিত বর্বর গণহত্যা ও গণধর্ষণ চালিয়েছিল, রাজ্যের আপামর মানুষ তার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে দোষীদের কঠোর শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছিল। জনগণের বিচারে সিপিএম সরকার আগেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের ২৭ অক্টোবরের রায় রাজ্যের মানুষের দাবির যথার্থতাই প্রমাণ করল। আমরা মনে করি, যে ক্ষতি হয়েছে কোনও অর্থমূল্য দিয়েই আহত ও ধর্ষিতাদের বা নিহতদের পরিবারের যথার্থ ক্ষতিপূরণ হবে না।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ৭ দফা দাবি আদায়

বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে শেষপর্যন্ত রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানির চেয়ারম্যান প্রতিশ্রুতি দিলেন, ১) অতিরিক্ত সিকিউরিটি বিল সংশোধন হবে, ২) প্রতিবাদী গ্রাহকরা সিকিউরিটি বিল জমা না দিলেও কোম্পানি লাইন কাটবে না, ৩) গ্রাহকদের জমা টাকার উপর ৬ শতাংশের পরিবর্তে ১০ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ দেওয়া হবে, ৪) ২০০৩-এর আগে জমা টাকারও সুদ দেওয়া হবে, ৫) ৩ মাসের পরিবর্তে ২ মাসের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সমপরিমাণ টাকা যাতে সিকিউরিটি হিসাবে গণ্য হয়, সেই প্রস্তাব চেয়ারম্যান কমিশনের কাছে পাঠাবেন, ৬) বিপিএল গ্রাহকদের সিকিউরিটি জমা করতে হবে না, ৭) নতুন সংযোগে যেমন খুশি হাজার হাজার টাকার কোটেশন আদায়ের নীতিরও পরিবর্তন হবে। গৃহস্থ ও বাণিজ্যিক সংযোগের জন্য আবেদনকারীকে ৫০০ টাকার মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হবে। এ ব্যাপারে এক সপ্তাহের মধ্যে সার্কুলার জারি করা হবে। এ ছাড়াও কৃষিগ্রাহক ও অন্যান্য গ্রাহকদের বিষয়ে শীঘ্রই অ্যাবেকা নেতৃত্বের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। ২৮ অক্টোবর অ্যাবেকার নেতৃত্বে ১০ সহস্রাধিক বিদ্যুৎগ্রাহকের বিদ্যুৎ ভবন অভিযান আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই জয় অর্জিত হয়।

এ দিন সল্টলেকের অফিসপাড়া থেকে ১০ সহস্রাধিক গ্রাহকের মিছিল যখন করুণাময়ীর দিকে

দুয়ের পাতায় দেখুন

খড়্গপুরে আন্দোলনে শ্রমজীবী মহিলা ও পরিচারিকারা

শহরে যত্রতত্র মদের অবৈধ বিক্রয়কেন্দ্র বন্ধ করা, শ্রমজীবী মহিলাদের বিপিএল তালিকাভুক্ত করা, রেশন কার্ড দেওয়া, গৃহহীনদের সরকারি সাহায্যে গৃহনির্মাণ করে দেওয়া এবং হাসপাতালে সমস্ত গরিব মানুষের নিঃশুল্ক চিকিৎসার দাবিতে খড়্গপুর শ্রমজীবী মহিলা ও পরিচারিকা সমিতির পক্ষ থেকে জয়শ্রী চক্রবর্তী, অনিতা যাদব, গঙ্গা পালই, তারা সাহু, রূপালী মণ্ডল প্রমুখের নেতৃত্বে ২৯ অক্টোবর খড়্গপুর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ক্যানিংয়ে ডি এস ও-র রাজনৈতিক ক্লাস

পাশ-ফেল তুলে দেওয়া উচিত কি না, ছাত্রদের বর্তমানে কী ধরনের রাজনীতি করা উচিত, প্রভৃতি বিষয়ের উপর স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র উদ্যোগে ৩০ সেপ্টেম্বর ক্যানিংয়ে ঘুটিয়ারি প্রগতি সংঘে একটি রাজনৈতিক ক্লাস হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন সংগঠনের অল ইন্ডিয়া কমিটির সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি কমরেড বিশ্বনাথ সরদার এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ক্যানিং-ঘুটিয়ারি-চম্পাহাটি আঞ্চলিক কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ নস্কর।

ভাঙড়ে বিল বয়কট করলেন গ্রাহকরা

সারা বাংলা বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির ডাকে সাড়া দিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা গ্রুপ সাপ্লাই অফিসে বিদ্যুৎগ্রাহকরা ১ অক্টোবর বিল বয়কটে সামিল হন। প্রায় ১৫০ জন বিদ্যুৎগ্রাহক মিছিল করে আসেন। নেতৃবৃন্দের সাথে স্টেশন ম্যানেজারের প্রায় তিন ঘণ্টা আলোচনা হয়। বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি ও অতিরিক্ত সিকিউরিটি চার্জের বিরুদ্ধে এবং খারাপ মিটার, কৃষক-বিপিএলভুক্ত-ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী-গৃহস্থদের সস্তায় বিদ্যুৎ, খরা এলাকায় বিদ্যুৎ বিল মকুব ও গড় বিল বাতিলের দাবিতে গ্রাহকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। স্টেশন ম্যানেজার অনেকগুলি দাবি মেনে নেন। গ্রাহক সমিতির পক্ষে নেতৃত্ব দেন অসিত দাস দাস, জলিল ঢালী, পুষ্প পাল ও সফিক আহমেদ।

পুরুলিয়ায় ডি এস ও-র উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র পুরুলিয়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য কমরেড দীপক কুমারের নেতৃত্বে স্থানীয় ছাত্র এবং যুবকদের উদ্যোগে ১০ অক্টোবর পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর শহরের জ্ঞানভারতী স্কুলে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতার পি জি হাসপাতালের ডাঃ গৌরাঙ্গ প্রামাণিক ও ডাঃ অমিত ধবলের নেতৃত্বে সাত সদস্যের ডাক্তার দল ক্যাম্প পরিচালনা করেন। স্থানীয় ছয় জন চিকিৎসকও এই ক্যাম্পে যুক্ত হন। বিভিন্ন গ্রামের পাঁচ শতাধিক রোগীর প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা করা হয়।

কলকাতা জেলা জনস্বাস্থ্য কনভেনশন

সিপিএম সরকারের জনস্বার্থবিরোধী স্বাস্থ্যনীতি, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ও সরকারি হাসপাতালে উন্নত পরিষেবার দাবিতে ৯ অক্টোবর কলকাতা মেডিকেল কলেজ হলে জেলা জনস্বাস্থ্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। দেড় শতাধিক সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে প্রতিটি হাসপাতালের জন্য জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি গঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ দীনেশ সান্যাল, প্রধান বক্তা ছিলেন ডাঃ অশোক সামন্ত ও রাজ্যের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ডাঃ ডি সান্যালকে সভাপতি, ডাঃ ঝোটন দাস ও আশিস চৌধুরীকে যুগ্মসম্পাদক করে ৫৪ জনের কমিটি গঠন করে জেলা জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়।

মথুরাপুর-২ বিডিও এবং বিএলএলআরও অফিসে বিক্ষোভ

প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে ৮ অক্টোবর প্রায় দু'হাজারের বেশি মানুষ এস ইউ সি আই (সি)-র ডাকে দঃ ২৪ পরগণার মথুরাপুর-২ বিডিও এবং বিএলএলআরও অফিসে বিক্ষোভ সমাবেশ করে পাট্টা, রেশন কার্ড, নদীবাঁধ মেরামত সহ ১৪ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেন। বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সহদেব নস্কর, সনাতন দাস, রেণুপদ হালদার, গুণসিন্ধু হালদার ও জেলা পরিষদ সদস্য পূর্ণচন্দ্র নাইয়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ব্লকের সমস্ত জায়গায় গণকমিটি গড়ে তুলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রতিবাদ দিবস

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের ৭ দফা দাবিতে ১ অক্টোবর সারা বাংলা প্রতিবাদ দিবসে জেলায় জেলায় বিডিও এবং ডিএম অফিসে বিক্ষোভ দেখান শত শত কর্মী-সহায়িকা।

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেলপার্স অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে মাধবী পণ্ডিত জানিয়েছেন, দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগর-১নং ও কুলতলী বিডিও-কে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তাঁরা সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। জয়নগর-২ বিডিও অনুপস্থিত থাকায় কর্মীরা অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ জেলায় ডি এমের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়।

মাওবাদী দমনের নামে ঝালদায় পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে সভা

পুরুলিয়া জেলার বান্দোয়ান, বলরামপুর, আড়ষা, বাঘমুণ্ডি, ঝালদা প্রভৃতি থানার পাহাড় জঙ্গল ঘেরা দুর্গম অঞ্চলের ভয়াবহ দারিদ্রের মধ্যে বসবাসকারী মানুষ নিজস্ব উদ্যোগে ১০০ দিনের কাজ, রেশন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-জলের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন ভাঙার জন্য সরকার আন্দোলনকারীদের উপর মাওবাদী তকমা লাগিয়ে যথেচ্ছ ধরপাকড় ও অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাচ্ছে। ১২ সেপ্টেম্বর যৌথবাহিনী ঝালদায় নিরীহ মানুষের উপর বিনা প্ররোচনায় নৃশংসভাবে লাঠিচার্জ করে। ৩০ সেপ্টেম্বর নাগাবাহিনী বলরামপুরে এলোপাথাড়ি গুলি করে ১ জনকে হত্যা এবং আর একজনকে গুরুতর আহত করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র আহ্বানে ৫ অক্টোবর পুরুলিয়া শহরের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন পুরুলিয়া জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড ভাস্কর ভদ্র। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য। সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক প্রণব দাশগুপ্ত এবং সহসভাপতি সদানন্দ বাগল পুলিশ সুপারের কাছে এ বিষয়ে স্মারকলিপি পেশ করেন। তাঁরা আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে ঐ জনসভায় বক্তব্য রাখেন। সভায় নির্যাতিতা আদিবাসী রমণী ফুলমণি মাঝি তাঁর নিদারুণ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

বিড়ি শ্রমিক-কর্মচারীদের নদিয়া জেলা সম্মেলন

এ আই ইউ টি ইউ সি পরিচালিত বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার নদিয়া জেলা ২য় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২৯ সেপ্টেম্বর কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঁচ শতাধিক বিড়ি শ্রমিক প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের জেলা সম্পাদক প্রবীর দে সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন। জেলা কমিটির অন্যতম সদস্যা নমিতা মণ্ডল মজুরি বৃদ্ধি, লগবুক রাখা, পরিচয়পত্র দেওয়া, পিএফ-বোনাস-গ্র্যাচুইটি প্রদান, শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প কার্যকর করা সহ ১৫ দফা দাবিপত্র ও প্রস্তাব পাঠ করেন। দাবির সমর্থনে প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের প্রধান অতিথি এ আই ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দীপক দেব। প্রধান বক্তা ছিলেন বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। সম্মেলন থেকে কুতুবউদ্দিন সেখকে সভাপতি ও প্রবীর দে-কে সম্পাদক করে ৫৩ জনের কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলন শেষে বিড়ি শ্রমিকদের সুশৃঙ্খল মিছিল জেলাশাসকের দপ্তরে যায় ও সম্মেলনে গৃহীত দাবিগুলি অবিলম্বে পূরণের জন্য জেলাশাসকের হস্তক্ষেপ দাবি করে।

নদিয়ায় সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের জয়

২৫ অক্টোবর কৃষ্ণগঞ্জ ব্লক কৃষক সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে খগেন মণ্ডলের নেতৃত্বে কৃষকরা এডিওকে ঘেরাও করেন। তাঁদের অভিযোগ — এম আর পি রেটের থেকে বেশি মূল্যে তাঁরা সার কিনতে বাধ্য হচ্ছেন এবং সার কেনার কোনও রসিদ তাঁরা পান না। অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে এডিও সন্দেহ প্রকাশ করলে কৃষকরা তখনই এডিও-র মোবাইল ফোন অন করে ডিলারের কাছে যান। ডিলার যথারীতি এম আর পি রেটের থেকে ১০৯ টাকা বেশি চায় যা এডিও মোবাইলের মাধ্যমে নিজের কানে শোনেন। তিনি ডিলারদের সতর্ক করলে নির্দিষ্ট দামে দুই ডিলারের কাছ থেকে কৃষকরা তৎক্ষণাৎ ১৫০ বস্তা সার পান। এই ঘটনায় কৃষকরা উৎসাহিত হয়ে কৃষক সংগ্রাম কমিটির এই আন্দোলন অব্যাহত রাখার শপথ নেন।

রায়গঞ্জে শিক্ষা কনভেনশন

২৬ সেপ্টেম্বর রায়গঞ্জ এফ পি স্কুলে উত্তর দিনাজপুর সেভ এডুকেশন (প্রস্তুতি) কমিটির পক্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ ফেল তুলে দেওয়া এবং শিক্ষার বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে এক শিক্ষা কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন কমিটির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অঞ্জনাভ চক্রবর্তী। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সত্যরঞ্জন দাস। কনভেনশন থেকে জেলা জুড়ে শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হয়।

পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি থানার অন্যতম সংগঠক কমরেড ধনকিষ্ট মাহাতো ১ সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০টায় বাঘমুণ্ডি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। মৃত্যুর খবর পেয়েই তাঁর বাড়িতে ছুটে যান পার্টির কর্মী-সমর্থক, দরদী ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবরা। দলের আঞ্চলিক কমিটির পক্ষ থেকে প্রয়াত কমরেডের মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং দলের কর্মী-সমর্থক সহ গ্রামের সমস্ত মানুষ শেষযাত্রায় অংশ নেন।

কমরেড ধনকিষ্ট মাহাতো ষাটের দশকে জেলার বিশিষ্ট নেতা কমরেড সাধু ব্যানার্জীর সংস্পর্শে আসেন এবং দলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হন। তৎকালীন কংগ্রেস নেতারা তাঁকে দল বদল করলে চাকরি দেওয়া হবে বলে প্রস্তাব দিলে তিনি ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তাঁকে দীর্ঘ ১২ বছর একঘরে করে রাখা হয়। দলের আদর্শ বুকে নিয়ে হাসিমুখে তিনি তা মেনে নেন। শেষপর্যন্ত তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা দেখে সমস্ত গ্রামবাসী দলের সাথে যুক্ত হন। তাঁর চরিত্রের মাধুর্য সহজেই সকলকে আকৃষ্ট করত। তিনি এলাকায় বিভিন্ন গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা নিতেন।

১৮ সেপ্টেম্বর দলের বাঘমুণ্ডি আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে তুন্তুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় বিভিন্ন কর্মী তাঁর স্মৃতিচারণ করেন। মুখ্য বক্তা ছিলেন দলের জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য।

কমরেড ধনকিষ্ট মাহাতো লাল সেলাম

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ৭ দফা দাবি আদায়

একের পাতার পর

এগোচ্ছে তার অনেক আগেই শত শত পুলিশ, র‍্যাফ, রক্ষীবাহিনীর দ্বারা বিদ্যুৎ ভবন অবরুদ্ধ করা হয়েছিল। এমনিতেই বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধিতে মাসিক বিদ্যুৎ বিল প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে। এর উপর অতিরিক্ত সিকিউরিটি বিল গ্রাহকদের বিক্ষোভে ঘৃতাহুতির সামিল। শতকরা ৯০ ভাগ গ্রাহক এই বিল জমা দেননি। অ্যাবেকার আহ্বানে সারা রাজ্যব্যাপী চলে প্রতিবাদপত্র জমা দেওয়া। ১ অক্টোবর থেকে এক সপ্তাহ সামগ্রিক বিল বয়কট গ্রাহকদের সংগ্রামী চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। গ্রাহকদের সংগ্রামী মেজাজ লক্ষ করে চেয়ারম্যান দ্রুত আলোচনার আহ্বান জানান। অ্যাবেকা সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাসের নেতৃত্বে ৯ জনের প্রতিনিধিদল আলোচনায় বসেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন সাধারণ সম্পাদক অনুকূল ভদ্র, সহ সভাপতি প্রদ্যুৎ চৌধুরী, নদিয়ার গ্রাহক নেতা চন্দন চক্রবর্তী, পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা সম্পাদক অশোকতরু প্রধান, পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা সম্পাদক পঞ্চানন দাস, দক্ষিণ ২৪ পরগণার সম্পাদক দিব্যেন্দু মুখার্জী, মুর্শিদাবাদের সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী, বাঁকুড়ার সম্পাদক স্বপন নাগ। প্রতিনিধিদল লক্ষাধিক গ্রাহকের অতিরিক্ত সিকিউরিটির বিল চেয়ারম্যানকে ফেরৎ দেয়।

সমবেত গ্রাহকদের সামনে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি কুণাল বিশ্বাস, বর্ধমানের সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস, বীরভূমের সভাপতি মদন ঘটক, মালদহের সম্পাদক আবদুল রকিব, কোচবিহারের পীযূষ শর্মা প্রমুখ। স্মারকলিপি পাঠ করেন কলকাতা জেলা সম্পাদক সত্যেন ভট্টাচার্য।

চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনার পর জমায়েতে সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, আজকের অভিযান সফল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু প্রতিশ্রুতি কার্যকর না করা পর্যন্ত এবং মাশুল কমানো, কয়লা নিয়ে দুর্নীতি বন্ধের দাবিতে আমাদের আন্দোলন আরও তীব্র করতে হবে।

জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস নাশকতার নেপথ্য নায়কদের রাজনৈতিক পরিচয় উন্মোচিত হচ্ছে

জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস নাশকতার সঙ্গে সিপিএমের জড়িত থাকার সংবাদ গত ২৭ অক্টোবর দু'টি বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদে বলা হয়েছে, 'এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় সিবিআইয়ের হাতে ১৮ জন গ্রেপ্তার হয়েছেন। ধৃতদের মধ্যে অন্যতম তপন মাহাত সিপিএমের লোকাল কমিটির সদস্য। অপর ধৃত অমিয় মাহাত কৈমাশোলের বাসিন্দা। তিনি এলাকায় সিপিএমের কর্মী হিসাবেই পরিচিত। নাশকতায় প্রধান অভিযুক্ত বাপি মাহাত রাসুয়া অঞ্চলে সিপিএম প্রভাবিত যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর সক্রিয় কর্মী ছিলেন।'

জঙ্গলমহলের সরডিহার কাছে জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস নাশকতার ঘটনা ঘটেছিল পৌর নির্বাচনের ঠিক দু'দিন আগে, ২৮ মে। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় চারটি কামরা দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং ১৪৮ জন যাত্রী মর্মান্তিকভাবে মারা যান। নিরীহ মানুষদের এই মৃত্যুর সংবাদ যাঁরাই পড়েছেন ব্যথায় তাঁদের মন ভারাক্রান্ত হয়েছিল। প্রশ্ন উঠেছিল, মানুষের জীবনের নিরাপত্তা কোথায়? যারা মানুষের জীবন এভাবে কেড়ে নেয় তারা কি মানুষ? মনুষ্যত্ব নামক বস্তুটি কি তাদের মধ্যে আদৌ আছে?

জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস নাশকতার সাথে সাথে সিপিএমের অতি তৎপরতা রাজ্যের জনগণ বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করেছেন। যে সিপিএম সরকার কর্মসংস্কৃতি ধসিয়ে দিয়েছে, সেই সরকারের মন্ত্রীরা এবং শাসকদলের নেতারা হঠাৎ এই ঘটনায় এত তৎপর হয়ে সঙ্গে সঙ্গে কী করে ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং ছাপানো ফ্ল্যাগ-ফেস্টুন-ব্যানার-হোর্ডিং নিয়ে রাজ্যজুড়ে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েন— তা ছিল সত্যিই অবাক করার মতো। তাঁদের এই অতি তৎপরতা বহু মানুষের মধ্যে প্রশ্ন তুলেছিল, এই ঘটনার পিছনে সিপিএম নেই তো? এই আশঙ্কার কারণও ছিল।

ঘটনার পর এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) স্পষ্টভাষায় বলেছিল, ''এই জঙ্গলমহল ছিল শান্ত, কোনও নাশকতামূলক ঘটনা, ট্রেনের ফিসপ্লেট খুলে দিয়ে লাইন কেটে দিয়ে দুর্ঘটনা ঘটানো, সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি নৈরাজ্য এই অঞ্চলে ছিল না। কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায় ঐ এলাকায় যৌথ বাহিনী অভিযান শুরু করার পর। কে কখন ট্রেন উড়িয়ে দেবে, বাসে বোমা ফেলবে, কে কাকে কখন রাস্তায় খুন করবে কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। অবস্থা এমন ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যে, যে কেউ এই অবস্থার সুযোগ নিতে পারে এবং নাশকতা করতে পারে। আরও লক্ষণীয়, এমন একটা সময়ে এরকম সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হল যখন গোটা জঙ্গলমহল কেন্দ্র-রাজ্য যৌথবাহিনীর কব্জায় এবং তাদের আশ্রয়ে এলাকায় সিপিএম হার্মাদদের দুরন্ত দাপাদাপি। গোটা এলাকা সামরিক বাহিনীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকায় সেখানে বিরোধী দলের কাজকর্মও বন্ধ, জনগণের কমিটির নেতারা কেউ জেলে বন্দী, কেউ নিহত, কেউ বা এলাকাছাড়া। এমতাবস্থায় মাও-বাদীরাই হোক বা মাওবাদীদের নামে যে কেউই হোক, যা খুশি করে পার পেয়ে যেতে পারে''।

এসইউসিআই(সি) আরও বলেছিল, ''যারাই এই জঘন্য অপরাধ করল, তাদের এ ধরনের নাশকতা চালাবার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দেওয়ার দায় রাজ্যের সিপিএম ও কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারকেই নিতে হবে''(গণদাবী ৬২ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ২০১০)।

জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস নাশকতার পর সাধারণ মানুষের যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল এবং এসইউসিআই(সি) যে বক্তব্য তুলে ধরেছিল, ধৃত সিপিএম নেতা-কর্মীদের পরিচয় তারই সত্যতাকে তুলে ধরছে। এই ঘটনা আরও দেখাচ্ছে, বিরোধীদের রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলার পথ বর্জন করে ট্রেনে ট্রেনে নাশকতা নিকৃষ্ট নরঘাতকের ভূমিকা ছাড়া আর কী? সঙ্কীর্ণ দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে শত শত নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু ঘটাতে যাদের অন্তর বিন্দুমাত্র কেঁপে ওঠে না তারা কি মানুষ? তাদের মুখে মানুষের কল্যাণের কথা কি শোভা পায়? আজ এ কথা উপলব্ধি করা প্রয়োজন, সমাজে এদের টিকে থাকা মানেই মানুষের অকল্যাণ, যন্ত্রণা, মৃত্যু। ১৪৮ জন নিরপরাধ মানুষের অকাল মৃত্যু দাবি জানায়, আর এদের নয়। পরিবর্তন চাই। সত্যিকারের পরিবর্তন চাই। জনগণের কল্যাণের রাজনীতি চাই।

অনিতাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েই গদি দখলের স্বপ্ন দেখেন মুখ্যমন্ত্রীরা

শুধু শিলান্যাস অনুষ্ঠান করেই দায়িত্ব সেরেছেন মন্ত্রীরা। রাজ্যের বহু সেতু, শিল্প, হাসপাতাল বা কলেজ আর পৃথিবীর আলো দেখেনি। সেভাবেই উত্তরবঙ্গের অনিতা মুন্ডার কলেজে ভর্তির জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও তার কলেজে পড়ার স্বপ্ন সূচনাতেই মুখ থুবড়ে পড়ল।

গত ২৭ আগস্ট কলকাতায় রবীন্দ্র সদনের এক অনুষ্ঠানে আসাম-ভুটান সীমান্ত লাগোয়া কুমারগ্রামদুয়ারের উচ্চমাধ্যমিক পাস, গরিব ও মেধাবী ছাত্রী অনিতা মুন্ডাকে কলেজে ভর্তি করার আশ্বাস দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। অনিতা সাধারণ কৃষিজীবী পরিবারের সন্তান। অর্থের অভাবে তাঁর পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। বাবা-মা বাধ্য হয়ে মেয়ের বিয়ে দেন জোর করেই। কিন্তু তার পড়ার অদম্য ইচ্ছাকে দমানো যায়নি। সে কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিল কলেজে পড়ার স্বপ্ন নিয়ে। ভেবেছিল মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসবাক্য মিথ্যা হবে না। কিন্তু কঠোর বাস্তবটা সে তখনও বোঝেনি। ভর্তির ১৬২০ টাকা জোগাড় না হওয়ায় কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ সে পায়নি। অনিতা বা অনিতার স্বামী দপ্তরে দপ্তরে ছোটাছুটি করেও কোনও সুরাহা করতে পারেনি। তাকে নামতে হয়েছে চাষের কাজে। ইতিমধ্যেই একটা শিক্ষাবর্ষ শেষ হতে চলেছে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংবাদটি অনেকেরই নজরে এসেছে। অর্থের অভাবে না পড়তে পারা যুবক-যুবতীদের অনেকেই হয়তো দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁদের পুরনো ব্যথা স্মরণ করছেন। আর অনিতা মাঠে কাজ করতে করতে ভাবছেন, যদি কোনও ভাবে ১৬২০ টাকা জোগাড় করে পরের বছর কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগটা পাওয়া যায়! খবরটা জানাজানি হওয়ার পর এখন উপাচার্য থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা এবং প্রচারলোভী নেতারা অনেকেই ছোটাছুটি করছেন।

কত শত অনিতা এমন প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন, আর কতজনেই বা ব্যর্থ হয়েছেন তার খবর কেই বা রাখে? বছর বছর নির্বাচন আসে, আর শাসক নেতামন্ত্রীরা ক্যামেরার ফ্ল্যাশব্যাকের সামনে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতির খই ফোটান। বহু জনের বহু ব্যথার উপশম ঘটানোর কথা বলে তাঁদের মাথায় 'অভয়হস্ত' রাখেন মন্ত্রীরা। ফটো তোলা শেষ হয়, নির্বাচন শেষ হয়, নেতা-মন্ত্রীদের প্রয়োজনও শেষ হয়। তখন প্রতিশ্রুতিগুলো ভোকাট্টা ঘুড়ির মতো মুখ থুবড়ে পড়তে থাকে। নেতা-মন্ত্রীদের তখন এই অসহায় মুখগুলি মনে পড়ে না। ক্ষমতার দম্ভে গদি আঁটা নরম চেয়ারে বসে ভুলে যান এঁদের ব্যথা-যন্ত্রণার কথা, এঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। ব্যস্ত হয়ে পড়েন নতুন প্রতিশ্রুতির ফিরিস্তি তৈরিতে।

তা হলে এত প্রতিশ্রুতি দেওয়া কেন? এ ধরনের লোকদেখানো, মেকি দরদের এত রমরমা প্রচার কেন? কারণ, গদি দখল করতে প্রান্তিক-গরিব-আদিবাসী অসহায় মানুষরাই তাঁদের জয়ের সেতু। সেই সেতুর এক একটি ইট হল অনিতারা। শাসকরা তাদের মাড়িয়েই দখল করেন ক্ষমতার তখত। তাই অনিতাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি কার্যকর হল কি না, তা দেখার দায়িত্ব আর নেননি মুখ্যমন্ত্রী। অনগ্রসর কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ও সচিবকে নির্দেশ দিয়েই তিনি তাঁর দায়িত্ব সেরেছেন। স্বাভাবিকভাবেই যা হওয়ার তাই হয়েছে, প্রতিশ্রুতির অপমৃত্যু ঘটেছে।

সরকারের ব্যয়বহুল শিক্ষানীতির পরিণামে অনিতার মতো সমাজের পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েরাই শুধু নয়, বহু নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানও পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে না। বুদ্ধদেববাবু ও তাঁর সরকার শিক্ষার ব্যয়ভারটাই কমিয়ে দিচ্ছেন না কেন? তা হলে তো অনিতাদের আর মন্ত্রীর কৃপার পাত্রী হতে হয় না। কিন্তু সেটা তাঁরা করবেন না। কৃপা দেখিয়ে এবং তা সংবাদ হিসাবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে নিজেদের কদর্য ভাবমূর্তিতে একটু পালিশ লাগানোর চেষ্টা করেন।

সর্বনাশা শিক্ষানীতির প্রতিবাদে কনভেনশন

বীরভূম ঃ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া, স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা প্রবর্তন, শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি ও সার্বিক বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ১৯ সেপ্টেম্বর, বোলপুর হাইস্কুলে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির জেলা শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অধ্যাপক এবং জেলার বিভিন্ন প্রান্তের দুই শতাধিক অধ্যাপক, শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র ও শিক্ষানুরাগী মানুষ উপস্থিত হন।

কনভেনশন পরিচালনা করেন কমিটির অন্যতম সহ সভাপতি অধ্যাপিকা ডঃ অপরাজিতা মুখোপাধ্যায়। শিক্ষক গুণাধীশ দাস মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা কমিটির অন্যতম সহসভাপতি অধ্যাপক প্রণব দাশগুপ্ত, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শান্তিকুমার মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক আতাহার রহমান, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ডঃ বিজয় দলুই। শিক্ষক আতাহার রহমান ও শান্তিকুমার মুখোপাধ্যায়কে যথাক্রমে সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচিত করে জেলার সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

নদিয়া ঃ ২৬ সেপ্টেম্বর নদিয়া জেলার গয়েশপুরে কাটাগঞ্জ গোকুলপুর আদর্শ স্কুলে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ভ্রান্ত শিক্ষানীতির প্রতিবাদে একটি শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সহ অসংখ্য শিক্ষানুরাগী মানুষ এই কনভেনশনে যোগদান করেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন দুর্জয় ব্যানার্জী। প্রধান বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক পার্থ ভট্টাচার্য। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শিক্ষক ধীরেন দেবনাথ, প্রাণকৃষ্ণ পাল, সাহিত্যিক সরিৎকুমার মিত্র, ছাত্রদের পক্ষে বিপ্লব দাস ও ব্যাপ্তি ব্যানার্জী। বক্তারা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেওয়া, বেসরকারিকরণ, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে যৌনশিক্ষা চালু করার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। চিত্তরঞ্জন সাহুকে সভাপতি ও নিখিল কবিরাজকে সম্পাদক করে ১৯ সদস্যের গয়েশপুর আঞ্চলিক সেভ এডুকেশন কমিটি গঠিত হয়।

মেদিনীপুর ঃ আধুনিক শিক্ষার জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন ২৬ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর, ঘাটাল, সবং, পিংলা, ডেবরা, বালিচক সহ নানা স্থানে সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। মেদিনীপুর শহরের এল আই সি মোড়ে বিদ্যাসাগর মূর্তিতে মাল্যদান ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কমিটির জেলা সভাপতি অধ্যাপক জগবন্ধু অধিকারী, সম্পাদক তপন দাস, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক দেবাশিস আইচ, ক্ষুদিরাম জন্মশতবার্ষিকী কমিটির জেলা সম্পাদক অমল মাইতি প্রমুখ।

হুগলি ঃ বিদ্যাসাগর জন্মদিবসে সেভ এডুকেশন কমিটির কোন্নগর-নবগ্রাম শাখা শান্তিলতা শিক্ষায়তনে একটি সভার আয়োজন করে। সভাপতিত্ব করেন শাখার সভাপতি অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। সম্পাদক অধ্যাপক প্রদীপ কুমার দত্ত সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। সভাপতি ও সম্পাদক ছাড়াও আলোচনা করেন সহ-সভাপতি বাসুদেব চক্রবর্তী।

বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্মরণে আলোচনা সভা

বোলপুর ঃ ২৬ সেপ্টেম্বর বোলপুরে বোসন সায়েন্স সেন্টারের উদ্যোগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মের সার্ধশতবর্ষে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক, ছাত্র সহ বিভিন্ন স্কুলের প্রায় ৮০ জন ছাত্র ও শিক্ষক সভায় অংশ নেন। সভাপতিত্ব করেন বিশ্বভারতীর রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ বিধানচন্দ্র বাগ। আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক ডঃ বিজয়কৃষ্ণ দলুই, ডঃ কার্তিক চন্দ্র ভৌমিক ও ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির দীনেশ মহন্ত।

মাথাভাঙা ঃ মাথাভাঙা সায়েন্স ওয়ার্কিং গ্রুপ-এর উদ্যোগে ২২ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মের সার্ধশত বর্ষ উপলক্ষে আলোচনা সভা, হাতে কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা, কুসংস্কার বিরোধী প্রদর্শনী ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আলোচনা করেন দীনেশ মহন্ত, কুসংস্কার বিরোধী নানা বিষয় প্রদর্শন করেন বিপ্লব সরকার, সত্যেন বোস প্রমুখ।

হাওড়া ঃ ভারতে রসায়নশাস্ত্র চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ ও মহান মানবতাবাদী প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সার্ধশতবর্ষে হাওড়া জেলায় ১০ অক্টোবর, মারিয়া ডেঁজ স্কুলে বিজ্ঞান ওয়ার্কশপ আয়োজিত হয়। বিজ্ঞানের বহু বিষয় হাতে কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখান ডঃ দেবব্রত বেরা এবং আলোচনা করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ডঃ সৌমিত্র ব্যানার্জী। শতাধিক ছাত্রছাত্রী আগ্রহের সাথে ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। বছরব্যাপী অনুষ্ঠান সংগঠিত করতে 'হাওড়া জেলা আচার্য প্র ফুল্লচন্দ্র রায় সার্ধশতবার্ষিকী কমিটি' গঠিত হয়। শরৎ চ্যাটার্জী ও ডঃ রাধাকান্ত কোঙার যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির সহ-সভাপতি দেবাশিস রায়। ছাত্রছাত্রীদের সার্টিফিকেট প্রদান করেন কমিটির অন্যতম সভাপতি অষ্টদাস খান।

নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চের উদ্যোগে 'রোডম্যাপ' উদ্বোধন

গড়িয়ায় ৫নং ওয়ার্ডের রাস্তার নাম ও বাড়ির নম্বর না থাকার কারণে টেলিফোন বিল, পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড, চাকরির ইন্টারভিউ লেটার ও নিয়োগপত্র সমেত নানা ধরনের চিঠিপত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে নাগরিকরা বঞ্চিত হচ্ছিলেন। তাঁরা নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চ গঠন করে শত শত মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে পৌরসভা ও পোস্ট অফিসে দিলেও কোনও সুরাহা হয়নি। প্রশাসনের সাহায্য ছাড়াই এলাকাবাসী বহু পরিশ্রম করে নাগরিক উন্নয়ন মঞ্চের নেতৃত্বে ৫নং ওয়ার্ডের এলাকাগুলিতে ঘুরে ১০৯ ও ১১০ নং পার্টের রাস্তাগুলির নাম চিহ্নিত করেন। রাস্তার নাম ও বাড়ির নম্বর নাগরিকদের জানানোর উদ্দেশ্যে ২৬ সেপ্টেম্বর উন্নয়ন মঞ্চের পক্ষ থেকে একটি 'রোডম্যাপ'-এর উদ্বোধন করেন প্রবীণ নাগরিক আশুতোষ বসাক। বক্তব্য রাখেন মঞ্চের সম্পাদক সন্দীপন মহাপাত্র ও পৌরপিতা তরুণ মণ্ডল।

উত্তর দিনাজপুরে হাইওয়ে অবরোধ
উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনের জয়

২৯ অক্টোবর উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘী থানার সামনে ৩৪নং জাতীয় সড়ক ৫ ঘণ্টা অবরোধ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল দুই সহস্রাধিক মানুষ। কৃষিজমি বাস্তু জীবন-জীবিকা রক্ষা কমিটির ডাকে জেলার প্রতিটি প্রান্ত থেকে সংগঠিত হয়ে আসা চাষি-খেতমজুর-মহিলাদের হাতে প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল, 'বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে থেকে উচ্ছেদ হলে কোথায় যাব— প্রশাসন জবাব দাও'। 'চার ফসলি জমি গেলে খাব কী— প্রশাসন জবাব দাও'। 'পীর-মাজার-মন্দির-মসজিদ-কবরস্থান-শ্মশান গুঁড়িয়ে দিয়ে তৈরি করা রাস্তার নকশা জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও'।

চার লেন রাস্তা করার সরকারি পরিকল্পনায় এই মানুষগুলি কৃষিজমি ও বাস্তুজমি থেকে উচ্ছেদের মুখে। কয়েকদিন আগে এক মন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন, উত্তরবঙ্গের মানুষ আন্দোলন করতে জানে না। তারই জবাব প্রশাসনকে দিল গ্রামের এই শান্তিপ্রিয় মানুষগুলি। তারা দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত মহিলা ও শিশু নিয়ে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ জানাল। ৩৪নং জাতীয় সড়কের মতো এমন একটি ব্যস্ত রাস্তায় এই অবরোধের ফলে স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘ ৪০ কিমি রাস্তা জুড়ে সমস্ত গাড়ি স্তব্ধ হয়ে যায়। আন্দোলনকারীদের মূল দাবি ছিল, আর কোনও মৌখিক প্রতিশ্রুতি নয়, ৩৪নং জাতীয় সড়কের পাশে সরকারি জায়গা দিয়েই চার লেন রাস্তার দাবি মানতে হবে এবং জনসাধারণের সামনে জেলা প্রশাসনকে তা ঘোষণা করতে হবে। ডিএম না আসা পর্যন্ত এই অবরোধ চলবে।

লক্ষণীয় ছিল, আদিবাসী মানুষরা ধামসা নিয়ে অবরোধে যোগ দিয়েছিল, ঘুরে ঘুরে বাজনা বাজিয়ে তারা সকলকে উৎসাহিত করছিল। অসংখ্য দূর-দূরান্তের বাসযাত্রী এবং ড্রাইভাররা দীর্ঘক্ষণ অবরোধস্থলে এসে বক্তব্য শুনেছেন এবং আন্দোলনের দাবির প্রতি সংহতি জানিয়েছেন। অবরোধ এবং আন্দোলনের প্রতি সাধারণ মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করার যে প্রচেষ্টা এ দেশের শাসকশক্তি ও সংবাদমাধ্যমগুলি চালিয়ে যাচ্ছে, তার পাশাপাশি এই দিনের অবরোধ ছিল একটি দৃষ্টান্ত। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বাসযাত্রী মানুষজন এমনকী বেশ কয়েকটি জেলার স্থানীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা আন্দোলনের খুঁটিনাটি জানতে চেয়েছেন, যা সত্যিই অভূতপূর্ব। তাঁদের কারও মুখে কোনও বিরক্তির চিহ্ন ছিল না। করণদিঘী বাজারের দোকানদাররা অবরোধকারীদের পাশে দাঁড়িয়ে আন্দোলনের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানিয়েছেন।

অবরোধে নেতৃত্ব দেন কমিটির সভাপতি দিলীপ সরকার, কোষাধ্যক্ষ মহম্মদ জালালুদ্দিন, যুগ্মসম্পাদক নিত্যগোপাল দাস ও আব্দুল বারি এবং উপদেষ্টা অধ্যাপক মানস জানা। কৃষক-খেতমজুর আন্দোলনের রাজ্য নেতা সেখ খোদা বক্স আন্দোলনকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে দীর্ঘক্ষণ বক্তব্য রাখেন। অবরোধে যুব স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ভূমিকা ছিল লক্ষ করার মতো। লাঠি চলুক, গুলি চলুক ডিএম না আসা পর্যন্ত এই অবরোধ চলবে, এই দৃঢ় মানসিকতা বুঝেই ডিএম তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে করণদিঘীর বিডিওকে আলোচনার জন্য পাঠান। বিডিও আন্দোলনকারীদের সামনে মাইকে ঘোষণা করেন, অধিগ্রহণের জন্য এনএইচএআই চাষিদের ব্যক্তিগত জমিতে যে সমস্ত খুঁটি পুঁতেছে লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসন দায়িত্ব নিয়ে তা উঠিয়ে নেবে এবং এখন কোনও অধিগ্রহণ করা হচ্ছে না। এই ঘোষণার পরই অবরোধ তোলা হয়। নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মানুষদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানানো হয়। এই আন্দোলনের জয় সারা রাজ্যের উচ্ছেদবিরোধী আন্দোলনে প্রেরণা জোগাবে।

পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কলকাতা জেলার বেহালা পশ্চিম লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড শঙ্কর রায়চৌধুরী ৫ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কমরেড শঙ্কর রায়চৌধুরী ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের সময় দলের সাথে যুক্ত হন। দলের কর্মীদের প্রতি এবং গরিব মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল। সারল্য এবং অমায়িক ব্যবহারের জন্য তিনি এলাকার মানুষের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কর্মসূত্রে মালদায় থাকাকালীন তিনি দলের সেখানকার কাজে নানাভাবে সাহায্য করেন।

তাঁর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর এলাকার সকল কর্মী-সমর্থক তাঁর বাসভবনে সমবেত হন। দলের কলকাতা জেলা কমিটির পক্ষে কমরেড শিলাজিৎ সান্যাল এবং আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড তপন চক্রবর্তী কমরেড শঙ্কর রায়চৌধুরীর মরদেহে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

কমরেড শঙ্কর রায়চৌধুরী লাল সেলাম

মুর্শিদাবাদে জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

ন্যাশনাল হাইওয়ে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জমি থাকা সত্ত্বেও ৩৪নং জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের নাম করে অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের প্রতিবাদে নবগ্রাম-সাগরদিঘি এলাকার কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও বাস্তুবাড়ির মালিকরা ১১ অক্টোবর ডি এম অফিস অভিযান করেন। কৃষিজমি-বাস্তু-জীবন জীবিকা রক্ষা কমিটির প্রতিনিধিরা জেলাশাসককে বলেন, রেজিনগর থেকে ফারাক্কা পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশে সমানভাবে সম্প্রসারণ এবং বেলডাঙার বরুয়া, রঘুনাথগঞ্জের ওমরপুর, ধুলিয়ানের ডাকবাংলো এবং বহরমপুরে ফ্লাইওভার নির্মাণ করতে হবে। এরপরেও জমির প্রয়োজন হলে জমির বর্তমান বাজার দাম, পুনর্বাসন এবং সমস্ত হকারদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করতে হবে। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সাদরুল আলম, আমিরুল ইসলাম প্রমুখ।

লিঙ্কম্যান কর্মচারীদের সফল আন্দোলন

বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের লিঙ্কম্যান কর্মচারীরা শিশু ও মায়েদের টিকাকরণসহ নানাবিধ স্বাস্থ্যকর্মসূচিতে নিষ্ঠার সাথে কাজ করেও ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে তাঁদের প্রাপ্য মাসে মাত্র ১০০ টাকা ভাতাটুকুও পাচ্ছিলেন না। অবশেষে ১১ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে ওন্দা ব্লকের দুই শতাধিক লিঙ্কম্যান কর্মচারী বিএমওএইচকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঘেরাও করে রাখেন। বিএমওএইচ-এর নানান দুর্নীতি ও হাসপাতালের অচলাবস্থায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় কয়েক হাজার মানুষ এই আন্দোলন সমর্থন করেন। আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ দাবি মানতে বাধ্য হয়। ১৩ অক্টোবর এক বছরের প্রাপ্য ১২০০ টাকা করে লিঙ্কম্যানরা পেয়েছেন। জেপিএ-র পক্ষ থেকে কমরেড কৃষ্ণ মণ্ডল আন্দোলনের জয়ের জন্য সবাইকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানান। আগামী দিনে লিঙ্কম্যানদের কাজের স্থায়িত্ব, সাম্মানিক বৃদ্ধি, বকেয়া আদায় ইত্যাদির জন্য লাগাতার আন্দোলন এবং 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি' গঠনের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

বহরমপুর মেডিকেল কলেজ চালু করার দাবি

মুর্শিদাবাদে সরকার ঘোষিত মেডিকেল কলেজ স্থাপনের প্রক্রিয়া অবিলম্বে চালু, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পঠন-পাঠন শুরু, বহরমপুর নিউ জেনারেল হাসপাতালের পরিকাঠামোর উন্নয়ন, সদর হাসপাতালকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা, জেলার হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যায় ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ সহ কয়েক দফা দাবিতে ৩০ সেপ্টেম্বর জেলা কালেক্টরেট অফিসের সামনে 'স্বাস্থ্য পরিষেবা সুরক্ষা কমিটি' বিক্ষোভ দেখায়। অবস্থান মঞ্চ থেকে বক্তব্য রাখেন কমিটির জেলা সভাপতি বিশিষ্ট মানসিক রোগের চিকিৎসক ডাঃ এ হাসান।

শারদীয় বুকস্টলে জেলাওয়ারি বই বিক্রির সর্বশেষ পরিমাণ (টাকায়)

এবার শারদীয় বুকস্টলে পার্টির বইপত্র বিক্রির গত সংখ্যায় প্রকাশিত হিসাব অসম্পূর্ণ ছিল এবার সর্বশেষ হিসাব দেওয়া হল।

কলকাতা	২,৮৫,০০০
উত্তর ২৪ পরগণা	৭০,০০০
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৬০,০০০
নদিয়া	২৮,৫০০
হাওড়া	৪০,২০২
হুগলি	১২,৫০০
বর্ধমান	২৫,০০০
বাঁকুড়া	১৮,৩০০
পূর্ব মেদিনীপুর	১,২২,০০০
পশ্চিম মেদিনীপুর	১,০০,০০০
মুর্শিদাবাদ	৯১,০০০
বীরভূম	৩২,৮৯৪
পুরুলিয়া	৩৪,০০০
দার্জিলিং	৭,০০০
জলপাইগুড়ি	৩,৭৭৩
মালদা	১০,৯০০
কোচবিহার	১২,০০০
দঃ দিনাজপুর	৮,১০০
উঃ দিনাজপুর	৯,৫০০
	৯,৬৯,৮৬৯

জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে বৈদ্যুতিকরণের দাবি

এস ইউ সি আই (সি) সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল ৩০ আগস্ট লোকসভায় বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগরে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পের কাজ খুব সামান্যই হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ২০১০ সালের মধ্যেই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তার মাত্র ৪০ শতাংশ কাজ হয়েছে। খুঁটি, তার, ট্রান্সফর্মার এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সরঞ্জামের অভাবেই কাজ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জানা গেছে, এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ১৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি রাজ্য সরকার খরচ করতে পারেনি। সুন্দরবনের মতো পিছিয়ে-পড়া এলাকায় বিদ্যুতের অভাবে মানুষ প্রচণ্ড অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীকে তিনি অনুরোধ করেন — অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের কাজকে ত্বরান্বিত করা হোক।

বালুরঘাটে এ আই ডি ওয়াই ও-র আলোচনা সভা

এ আই ডি ওয়াই ও-র সর্বভারতীয় সম্মেলনের প্রস্তুতিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট প্রাচ্যভারতী স্কুলে ২৭ অক্টোবর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৫৫ জন প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দেন। যুবসমাজের নানা সমস্যা ও সমাধান সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে আলোচনা করেন এ আই ডি ওয়াই ও-র রাজ্য সভাপতি কমরেড সুরথ সরকার। জেলা কমিটির সভানেত্রী কমরেড নন্দা সাহা সভা পরিচালনা করেন। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড বীরেন মহন্ত এবং রাজ্য কাউন্সিল সদস্য কমরেড বদিউল ইসলাম। ১৭ জনের একটি জেলা প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।

পেনশন নীতির প্রতিবাদে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধরনা

ব্যাঙ্ক কর্মচারী ও অফিসারদের একমাত্র সংগ্রামী সংগঠন অল ইন্ডিয়া জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি অব ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ অ্যান্ড অফিসার্স-এর ডাকে ১৮ সেপ্টেম্বর 'সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসে' কলকাতায় বেঙ্গল চেম্বার্স অব কমার্সের সামনে সারাদিনব্যাপী অবস্থান আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়।

নবম দ্বি-পাক্ষিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত বেতন ও পেনশনের কর্মচারী স্বার্থবিরোধী ধারার প্রতিবাদ করে ধরনা মঞ্চে বক্তব্য রাখেন জগন্নাথ রায়মণ্ডল, শান্তিপদ ঘোষ, অরূপরতন সাহা, গৌরীশঙ্কর দাস সহ আরও অনেকে।

খড়্গপুরে প্রীতিলতা স্মরণ

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনিই প্রথম মহিলা শহিদ। তাঁর আত্মোৎসর্গের দিনটি ছিল ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদযাপনের উদ্দেশ্যে ২৪ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর খড়্গপুরের সাঁজোয়ালে সাংস্কৃতিক মিলন মঞ্চ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। ২৬ সেপ্টেম্বর এক সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন সাধনকুমার সাহা। মূল বক্তব্য উপস্থাপিত করেন জয়শ্রী দাস। মাকে লেখা প্রীতিলতার পত্র পাঠ এবং একটি মনোজ্ঞ গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বিদ্যুৎ আন্দোলন শক্তিশালী হচ্ছে

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার, অতিরিক্ত সিকিউরিটি ডিপোজিটের কালা ফরমান প্রত্যাহারের দাবিতে সারা বাংলা বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির মন্দিরবাজার শাখা কমিটির উদ্যোগে বিজয়গঞ্জ বাজারে ১০ অক্টোবর পাঁচ শতাধিক গ্রাহকের উপস্থিতিতে এক গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত, সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী অধ্যাপক শশধর পুরকাইত, বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক দিবেন্দু মুখার্জী। কনভেনশন থেকে আইনজীবী বসন্ত কুমার পাইককে সভাপতি, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অনুকূল মণ্ডল ও ডাঃ এম জামান লস্করকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৪২ জনের কমিটি গঠিত হয়। লক্ষ্মীকান্তপুর গ্রুপ ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এ ইতিমধ্যে সহস্রাধিক গ্রাহক বিল জমা দিতে অস্বীকার করে আপত্তিপত্র জমা দিয়েছেন।

মারমুখী লড়াই মানেই বিপ্লব নয় — শিবদাস ঘোষ

বাস্তবে এটা বুর্জোয়া রাষ্ট্র। জাতীয় বুর্জোয়ারা ক্ষমতায়, একচেটে পুঁজিপতিরা ক্ষমতায়, তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। এই একচেটে পুঁজিবাদের জন্য দেশে অবাধ শিল্পের বিকাশ হচ্ছে না, ভূমি সংস্কার ও কৃষির আধুনিকীকরণ হচ্ছে না। ... এরকম একটা দেশে বিপ্লবটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। কারণ পুঁজিবাদকে আঘাত করতে হবে। এরকম অবস্থায় অপূরিত কৃষিবিপ্লবের প্রশ্নটিও পুঁজিবাদ উচ্ছেদের প্রশ্নের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

আর একটা কথা। লেনিনবাদের একটা মস্ত শিক্ষা এই যে, অর্থনৈতিক বিচারে, অর্থাৎ আর্থিক দিক থেকে কোনও দেশ একটু পিছিয়ে আছে, কিন্তু তা কোথায় আছে, কী কী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্যক্রম পূরণ হয়নি, তারই হিসাবে একটা দেশের বিপ্লবের স্তর নির্ণয় হয় না। কারণ, অর্থনীতি সমস্ত প্রশ্নকে নির্ধারণ করে না। অর্থনীতি হচ্ছে ভিত্তি। অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং উপরিকাঠামোর পরস্পরের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক রয়েছে। একে অপরকে প্রভাবিত করে। তাই রাজনৈতিক আন্দোলনে, বিশেষ করে রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজনীতি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। তা নাহলে কী করে রাশিয়াতে কেরেনস্কি ক্ষমতায় যাওয়ার পর লেনিন 'এপ্রিল থিসিসে' সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগান তোলেন? যাঁরা তাঁর বিরোধিতা করছিলেন, সেইসব তাত্ত্বিকদের বিরুদ্ধে তিনি বললেন যে, হ্যাঁ, অর্থনৈতিক দিক থেকে বুর্জোয়া বিপ্লবের অনেক দাবি অপূরিত রয়েছে। কিন্তু কেরেন্স্কি ক্ষমতায় গিয়েছে, অর্থাৎ জাতীয় বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় গিয়েছে। তাদের সময় দিলে তারা সংসদীয় গণতন্ত্র পাকাপোক্ত করবে। তাহলে বিপ্লব পিছিয়ে যাবে। যদি এই বুর্জোয়াকে উচ্ছেদ করতে পারা যায়, এক্ষুনি পারা যায়, তাহলে তারা তা করতে পারবে না। আর বুর্জোয়াশ্রেণীকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করার কার্যক্রম হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। সেই অর্থে নভেম্বর বিপ্লব হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। অথচ নভেম্বরে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব, অর্থাৎ সমাজতন্ত্র ঘোষণার পর, কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বাতিল করে দেওয়ার পরও স্লোগান উঠেছে — সমস্ত কৃষকশ্রেণীর সাথে ঐক্য। মার্কবাদের ছাত্ররা জানেন, এই স্লোগান হচ্ছে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগান। অথচ ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারির পরেও রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির স্লোগান ছিল, সমস্ত কৃষকশ্রেণীর সাথে ঐক্য। এ তো বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্লোগান। অথচ সর্বহারাশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে গেল, সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল।

আমরাও সবাই বলি, সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লব। কেন বলি? না, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে, বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। ভারতবর্ষেও যদি জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতায় থেকে থাকে, রণদিভে এবং সিপিআই (এম) নকশালপন্থীদের থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য যে কথা বলছে, তবে তাদের ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করার বিপ্লবটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নয় তো কী? সেখানে অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারতবর্ষ কতটা পিছিয়ে আছে — যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া যায় যে, খানিকটা পিছিয়ে আছে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজ সফল হয়নি — তাহলেও তো রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতবর্ষ যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে রয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। নাহলে মার্কসবাদ হয়ে পড়ে অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ। মার্কসবাদ অর্থনৈতিক নিশ্চয়তাবাদ নয়। কোনও একটা দেশকে বুঝতে গেলে তার রাজনীতি এবং অর্থনীতি দুটোই বিচার করতে হবে। কিন্তু বিপ্লবের ক্ষেত্রে রাজনীতিই নির্ধারক শক্তি, যেমনটা রাশিয়ার বিপ্লবে করেছে। সেখানে বিপ্লবটা সমাজতান্ত্রিক হয়ে গেল এই নীতির মধ্য দিয়ে যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত কাজ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর টেনে নিয়ে গিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমাপ্ত করতে হবে।

কাজেই এইসব কথা মনে রেখে আপনাদের বিচার করতে হবে। ভারতবর্ষে আমরা অনেক সময় নষ্ট করেছি। লালঝান্ডা বারবার উঠিয়েছি। দেশের মানুষ লালঝান্ডার প্রতি মমত্ব, দরদ, সহনশীলতা, আত্মত্যাগ করবার স্পৃহা বারবার দেখিয়েছেন। বহু মানুষ লড়াইতে এসেছেন, হয় এই পার্টির ঝান্ডার নিচে, নাহয় ঐ পার্টির। এসেছেন বিশ্বাস করে। চলেছেন অন্ধের মতো। মগজ খাটাননি। কিন্তু শুধু শক্তি দিয়ে বিপ্লব হয় না। মগজ না খাটিয়ে শুধু নেতাদের বাক্যের উপর নির্ভর করে, শুধু স্লোগানের ওপর, নামের ওপর নির্ভর করে একটা পার্টির পিছনে ছুটেছেন। যুগোশ্লাভিয়ায় কী কাণ্ড হল? সেখানে বিপ্লবের একটা বিশেষ কার্যক্রম সফল করার পরেও আজ বেশিরভাগ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি তাকে সোস্যাল ফ্যাসিস্ট বলে, বিপ্লবের প্রধান শত্রু বলে। লালঝান্ডা তার হাতে সেদিনও ছিল। লড়াই সে সেদিন কম করেনি। অনেক জঙ্গি লড়াই সে লড়েছে। ঘরে ঘরে সৈন্যবাহিনী গঠন করে লড়াই করেছে চাষীরা। সে তো আলজিরিয়ার বিপ্লবীরাও করে। মডারেটরাও তো লড়েছে। ফ্যাসিস্টরাও তো মারমুখী লড়াই লড়ে। ফলে মারমুখী লড়াই মানেই বিপ্লব নয়। সিপিআই(এম) নেতৃত্ব তাদের কর্মী-সমর্থকদের বোঝায়, তারা লড়াকু, কারণ তারা লড়ছে। কিন্তু তারা

কার জন্য লড়ছে, কীসের জন্য লড়ছে, কী নীতিতে লড়ছে, কোন পথে লড়ছে, কী আদর্শে লড়ছে, তা বিচার করতে হবে।

এখানে সর্বশেষ আর একটা কথা আমি বলব। যারা মেকি সাম্যবাদী, মেকি বিপ্লবী, যারা লালঝান্ডা এবং বিপ্লবের নামে মানুষকে মোহান্ধ করে তাদের পিছনে আটকে রাখে, তাদের শেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে বিপ্লব থেকে মানুষকে আটকে রাখা। এই বিপ্লব থেকে আটকে রাখবার জন্য দরকার হলে 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' খেলাও তারা করে। কিন্তু বিপ্লব থেকে আটকে রাখাই তাদের মুখ্য কর্তব্য। এছাড়া দেশে আরও কিছু গণতান্ত্রিক নামে পরিচিত শক্তি আছে। তারা গণতন্ত্রের নামে জনতার মধ্যে মোহ বিস্তার করে জনশক্তিকে, বিপ্লবী শক্তিকে সত্যিকারের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে আলাদা করে রাখে। গণআন্দোলনগুলোকে উন্নত করতে করতে এই শক্তিগুলোকে জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। গণআন্দোলনগুলির মধ্য দিয়ে জনগণকে স্তরে স্তরে পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামের মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের নিজেদের দাবিদাওয়াগুলো নিয়ে লড়াই করবার কর্মপদ্ধতি কায়দা-কৌশল যাতে

মহান নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে

তারা নিজেরাই আয়ত্ত করতে পারে, তা তাদের শেখাতে হবে এবং তার মধ্য দিয়ে আদর্শগত চেতনা তাদের মধ্যে দিতে হবে। তাদের আর্থিক সুবিধাবাদী করে গড়ে তুলব না। তারা লড়াই করবে শুধু নিজেরা পাওয়ার জন্য নয়, তারা লড়াই করবে দেশে বিপ্লব আনার জন্য। প্রয়োজনে তার জন্য তারা মরবে। আর এই লড়াই করতে গিয়ে যদি দরকার হয় রক্ত দেওয়ার, ওয়েজ ছাড়বার, চাকরি ছাড়বার, কর্মদিন নষ্ট করার, তাও তারা করবে। তারা লড়বে কিছু পাওয়ার জন্য নয় — এই মানসিকতাটা তাদের দিতে হবে।

এগুলোর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পার্টির ভুল রাজনীতি তাদের ধরিয়ে দিতে হবে। শুধু এই লড়াই তো নয়, এই লড়াইগুলোর সঙ্গে যখন আদর্শের পরিমাপে পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলনে এরা সক্রিয়ভাবে যুক্ত হবে, তখনই তা হবে অমোঘ। শুধু আর্থিক দাবিতে আন্দোলন নয়, অর্থনৈতিক সুবিধাবাদ পরিত্যাগ করে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। দেখতে হবে, যারা আন্দোলনগুলিতে নেতৃত্ব দিচ্ছে, তারা আগে নিজেদের জন্য না চেয়ে দেশের মঙ্গলের জন্য, অপরের ওয়েজ-এর জন্য লড়বার মানসিকতা জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে? নাকি, যেহেতু তাদের ইউনিয়নের বা দলের সদস্য, তাদের ভোট দেয়, সেজন্য আগে তাদের কিছু পাইয়ে দেবার চেষ্টা করছে, যেমন করে হোক পাইয়ে দেবার চেষ্টা করছে? আর যতক্ষণ সে পাইয়ে দিচ্ছে, মানুষ মনে করবে যে, এরা তো কিছু পাইয়ে দিচ্ছে; যাই বলা হোক, এরা তো শ্রমিকের জন্য লড়ছে, আর তো কেউ লড়ছে না, কাজেই এদেরই পা জড়িয়ে ধর। এ হল অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার নামে চূড়ান্ত সুবিধাবাদ। এই অর্থনীতিবাদকে পরাস্ত করতে হবে। বামপন্থী আন্দোলনে পার্লামেন্টারি মোহমুক্তি ঘটাতে হবে, মেকি বিপ্লবীদের চরিত্র খুলে দিতে হবে। আপনারা মনে রাখবেন, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের দু'টি মাত্র পরিণতি হতে পারে, তা হচ্ছে, যেহেতু ওটা কাল্পনিক বিপ্লব, সেহেতু হয় বিপ্লবের নাম জপতে জপতেই, বিপ্লবের নামে লড়াই এবং বিপ্লবের খেলা খেলতে খেলতেই তারা সংসদীয় রাজনীতির পিছনে জনতাকে নিয়ে যাবে; আর না হয়, অসহিষ্ণুতা থেকে, হতাশা থেকে একদিন হঠকারিতার জন্ম দেবে। সবসময় এ দুটো ঝোঁক থাকে।

সিপিআই থেকে যখন সিপিআই(এম) বেরিয়ে এল, তখন এই যুক্তি তুলে বেরিয়ে এল যে, সিপিআই বিপ্লবী রাজনীতি ছেড়ে সংসদীয় রাজনীতিতে ঢুকে গেছে। সেই প্রথম বেরোবার সময় সিপিআই(এম) -এর কী বিপ্লবী মারমুখী ভাব! দু'দিন বাদে দেখা গেল, তারা মারমুখী ভাবটাকে সংযত করে সেই ঘুরেফিরে পার্লামেন্টারি রাজনীতিতেই আসছে। কিন্তু ঠিক আবার তার ভিতরে আর একটা অংশ মারমুখী ভাব নিয়ে তার থেকে বেরিয়ে গেল। তারা বেরিয়ে গেল নকশালবাড়ি আন্দোলনের নামে। কিছুদিন যেতে না যেতে তাদের মধ্যেই, লক্ষ করুন, আবার দুটো ভাগ। যদিও তাদের মধ্যে এখনও পার্লামেন্টে আসার ঝোঁক সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই তারা বলতে শুরু করেছে, গণআন্দোলনে থাকা দরকার, এটা দরকার, সেটা দরকার। এসব হচ্ছে। ফলে দু'দিন বাদেই তাদের মধ্য থেকে সংসদীয় রাজনীতিতে এসে যাবেন একদল। আবার সিপিআই(এম)-এর মধ্যেও বর্তমানে দুটো ঝোঁক। একদল বলছে, এসব যা হচ্ছে, সব পার্লামেন্টারি মোহের জন্য হচ্ছে, সব প্রতিক্রিয়াশীল। এসব ছেড়ে এবার সরাসরি একেবারে নিচের থেকে লড়াই শুরু হোক। লড়াইয়ের ময়দানে প্রমাণ হবে, কে সত্যিকারের বিপ্লবী। আর একদল বলছে, না-না, এর ফলে আমরা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব, ইলেকশনে মহা ক্ষতি হবে। যত ভাগ হোক, সবসময়ই এ বিপ্লবের তত্ত্বে দুটো ঝোঁক থাকবে। উগ্র বিপ্লববাদ থেকে ঘা খেয়ে যাদের মুখ ফিরবে, তাদের মধ্যে যারা শেষপর্যন্ত নেতৃত্বে স্থায়ী হবে, দেখা যাবে, তারা চরম প্রতিক্রিয়াশীল পার্লামেন্টারিয়ান। আর একটা দল আবার হতাশাগ্রস্ত হয়ে অ্যাডভেঞ্চারের দিকে যাবে।

এরকম অবস্থায় ভারতবর্ষের গণআন্দোলনের সামনে দুটো প্রশ্ন। একটা হচ্ছে প্রধান এবং সেটা নেতৃত্বের প্রশ্ন। দেশে গণআন্দোলনের নেতৃত্বে প্রকৃত লালঝান্ডা পার্টি নেই, তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমরা সেই চেষ্টাই করছি। যদি সত্যিসত্যিই অ্যাডভেঞ্চার এবং পার্লামেন্টারি মোহ — এ দুটো থেকে মুক্ত থেকে গণআন্দোলনের জটিল প্রক্রিয়াটিকে উন্নত থেকে উন্নততর করতে করতে একদিকে বেশিরভাগ মধ্যবর্তী শক্তিগুলোকে নিঃশেষিত করে দিয়ে এবং অপরদিকে এরই সঙ্গে বিপ্লবী আন্দোলনকে পাশাপাশি সংযোজিত করে বিপ্লবী রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান আমরা ঘটাতে চাই, তাহলে এস ইউ সি আইকে শক্তিশালী করতে হবে। আর যদি তা না হয়, তাহলে যে পার্টিকে আপনারা সমর্থন করছিলেন তাকেই করে যাবেন, তাতে মার খাবেন। তা আমার প্রশ্ন, মানুষ কীভাবে শেখে? বিশ বছর কংগ্রেসের সেবা করে ঠেকে মুখ ফিরিয়েছেন। আবার যতদিন আঘাত বা ধাক্কা খেয়ে না শিখবেন, ততদিন এভাবেই চলবেন? বুদ্ধি দিয়ে শিখবেন না? আমি বলি, মগজ খাটান। ঘাড়ের ওপর মাথা রয়েছে চিন্তা করবার জন্য। ভাবুন, বিচার করুন। ঘা খেয়ে শেখবার আগেই বুঝে নিয়ে রাস্তা পাল্টান। গণআন্দোলনকে যথার্থ বিপ্লবী নেতৃত্বে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করুন।

এই বাম উগ্রতা, আর দক্ষিণপন্থী পার্লামেন্টারি মোহ — দু'দিক থেকেই গণআন্দোলনের ক্ষতি হচ্ছে। একদিকে নকশালপন্থীরা বাইরে থেকে তাকে আক্রমণ করছে, অন্যদিকে সিপিআই(এম) ভিতর থেকে তাকে আক্রমণ করছে। আর যারা দক্ষিণপন্থী শক্তি, তারা পার্লামেন্টারি মোহ সৃষ্টি করে বিপ্লবের মর্মবস্তু এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জঙ্গি চরিত্রটাকে নষ্ট করে দিতে চাইছে। সিপিআই(এম)-এর অপকর্মের সুযোগে গণআন্দোলনে আজ নিজেদের মধ্যে একের সঙ্গে অপরের, সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে সবার যে বিভেদ — সেই বিভেদের সুযোগে যারা দক্ষিণপন্থী শক্তি তারা দেশের লোকের সামনে, গণআন্দোলনের মানুষগুলোর সামনে কমিউনিজমকেই হেয় করবার চেষ্টা করছে। গণআন্দোলনের ঐক্য ফিরিয়ে আনার জন্যই, যাতে সিপিআই(এম) ভুল শুধরে আসে, গণআন্দোলন যাতে শক্তিশালী হয়, সেইভাবে তাকে পাওয়ার জন্যই সিপিআই(এম)-এর বিভেদপন্থী রাজনীতিকে পরাস্ত করা দরকার। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কমিউনিজমের বিরুদ্ধে কোনও সুযোগ এই দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলোকে না দেওয়া। আর আপনারা যারা গণআন্দোলন সমর্থন করতে চান, বুঝে হোক, না বুঝে হোক, কোনও কিছুর মোহে আপনারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন, প্রগতির আন্দোলনও করবেন, আবার সাম্যবাদের বিরোধিতাও করবেন — এ একত্রে হতে পারে না। সাম্যবাদের বিরোধিতা যদি আপনারা করতে যান, তাহলে প্রগতির জন্য লড়াই করতে করতে দেখা যাবে, শেষপর্যন্ত আপনাদের জায়গা হয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের কোলে — যেমন হয়েছে চিয়াং কাইশেকের, যেমন হয়েছে আবদুল টিংকু রহমানের, যেমন হয়েছে সুহারতোর।

ঐ সিপিআই(এম) বা সিপিআই-এর বিরুদ্ধে, তাদের বিচ্যুতির বিরুদ্ধে সমালোচনা আমরাও করি। কারণ এই বামপন্থী বিচ্যুতিই ভেতর থেকে গণআন্দোলনকে প্রধান বিপদ হিসাবে আঘাত করছে। দক্ষিণপন্থী শক্তি তার জন্য কম আঘাত করছে, তা নয়। কিন্তু যেটা প্রধান বিপদ তার ওপরে আক্রমণ বেশি হবে, তাকে প্রথমে পরাস্ত করতে হবে। আবার দেখতে হবে, দক্ষিণপন্থী শক্তিও যেন তার সুযোগ না নিতে পারে। বাইরের যে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী শক্তি, তারা কমিউনিস্ট পার্টির অপকর্মের সুযোগে যেন কমিউনিজমকে কালিমালিপ্ত করতে না পারে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহযোদ্ধারা সেই কথাটা মনে রাখবেন। এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

(লেনিনের শিক্ষা ও ভারতের সর্বহারা বিপ্লব)

ওবামাকে ঘিরে তৈরি করা আবেগ এখন আমেরিকাতেই ফিকে

একের পাতার পর

চালিয়েছে নৃশংস হানাদারি। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পূরণে নারী-শিশু সহ অসংখ্য নিরপরাধ মানুষকে হত্যার অভিযোগে তার দিকে আজ ঘৃণার আঙুল তুলেছে গোটা বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। এক ইরাকেই টানা ৫ বছর ধরে আগ্রাসন চালিয়ে সরকারি হিসাবে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার মানুষের প্রাণ কেড়েছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। ইরাকে মার্কিন সেনারা অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় অমানুষিক বর্বরতায় ইরাকি নাগরিকদের খুন করেছে, ধর্ষণ করেছে ইরাকি নারীদের। শুধু ইরাক বা আফগানিস্তান নয়, কুখ্যাত 'গুয়ান্তানামো বে' কারাগারে বন্দীদের ওপর মার্কিন সেনাদের বীভৎস অত্যাচারের ছবিও সারা বিশ্বের মানুষ দেখেছে। আর প্যালেস্টাইনের জনগণের নিজস্ব বাসভূমির স্বাভাবিক জন্মগত অধিকারকে দু পায়ে মাড়িয়ে তাদের উদ্বাস্তু শিবিরে ঠেলে দিয়েছে, প্রতিদিন অমানুষিক অত্যাচারে পিষে মারছে, প্রতিবাদকারীদের হত্যা করছে ইজরায়েলের যে শাসকশ্রেণী, তাদের প্রধান মদতদারই হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

আমেরিকা নিজের দেশের অভ্যন্তরেও কোন গণতন্ত্রের চর্চা করে? কারাবন্দীর সংখ্যায় আমেরিকা আজ বিশ্বের শীর্ষে। সভ্যতার মুখোশ পরে বর্ণবিদ্বেষ সেখানে কাজ করে পুলিশ-প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, বর্ণবিদ্বেষবিরোধী আন্দোলনের কত নেতা-কর্মী যে সেখানে বিনা বিচারে আটক তার হিসাব অজানা। সদ্য সেখানে এমনই এক আন্দোলনকারীদের অফিসে গোয়েন্দা দপ্তর এফ বি আই-এর হানার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের কর্মীরা। কত শত আইনের নাগপাশে যে সেখানকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে বেঁধে রাখা হয়েছে, তার হিসাব কে রাখে! 'মধ্যবিত্তের স্বপ্নে'র আমেরিকায় আজ মানবাধিকার এত দূর প্রসারিত যে বিল গেটসের পাশাপাশি সেখানে ডাস্টবিন থেকে খাবার খুঁটে খায় মার্কিন নাগরিক।

আর ভারতীয় গণতন্ত্র? প্রায় ৩৬ কোটি অনাহারীর ভারতে 'গণতন্ত্রের মঞ্চ' পার্লামেন্টের ৫৯৪ জনের মধ্যে ৩০০ জনই হচ্ছেন কোটিপতি! কমনওয়েলথ গেমসের ব্যবস্থার জন্য ভিখারিকে এখানে উচ্ছেদ করা হয় শহর থেকে। সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে আমেরিকার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এখানে রচিত হয়েছে ইউ এ পি এ-র মতো স্বৈরাচারী আইন। গণহত্যা করেও পার পেয়ে যায় ভোপালের ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানির মালিক, বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় আমেরিকায়। এখানে পুলিশ ও মিলিটারি সেনারা মেডেল লাভের জন্য অনায়াসে নিরীহ মানুষকে সন্ত্রাসবাদী সাজিয়ে হত্যা করে, কোনও শাস্তি হয় না। নিহত সেনাদের বিধবাদের জন্য তৈরি হওয়া ফ্ল্যাট দখল করে বসে সেনা অফিসার ও শাসক দলের নেতা-মন্ত্রীরা। মাফিয়ারা এখানে নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করে। এমন অসংখ্য দৃষ্টান্তে ভারতীয় গণতন্ত্র উজ্জ্বল। ফলে বারাক ওবামা ও মনমোহন সিং একে অপরের পিঠ চাপড়ে গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি দেবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী!

বারাক ওবামা দিল্লির সংসদ ভবনে বক্তৃতা দেবেন ৮ নভেম্বর। সে বক্তৃতায় 'অহিংসা' ও 'গণতন্ত্রে'র মহান বাণী আলো ছড়াবে। ওবামার বাণীতে ঘাড় নেড়ে সায় দেবেন ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণীর সর্বাত্মক স্বার্থরক্ষক ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক দলগুলির মন্ত্রী-সাংসদরা। গালভরা এইসব কথার আড়ালে ঢাকা দেওয়া হবে দুই দেশের নিছক বাণিজ্যিক লেনদেনের মধ্য দিয়ে মুনাফার হিসেব-নিকেশ।

ভারতের সহযোগিতা এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নিতান্ত প্রয়োজন। ওবামা ও তাঁর সফরসঙ্গীরা আসছেন এমন একটা সময়ে যখন সেদেশের অর্থনীতির হাল সঙ্কটজনক। সরকারি কোষাগার থেকে বিপুল পরিমাণ ডলার খরচ করা সত্ত্বেও মন্দার হাত থেকে রেহাই মেলেনি। কর্মহীনতার হার ৯.৬ শতাংশ বলা হলেও বেসরকারি মতে তা ১৯ শতাংশ ছাড়িয়েছে। এক আমেরিকা প্রবাসী সূত্র জানাচ্ছে, সে দেশে প্রাপ্য বেতনের থেকে কম বেতনে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন ৩০ শতাংশ শ্রমিক-কর্মচারী। আমেরিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসাবে ওবামাকে ঘিরে আবেগের রঙ এখন ফিকে। তুমুল প্রচারের প্রভাবে যাঁরা ভেবেছিলেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একজন আফ্রো-আমেরিকান হওয়ায় সমস্ত সমস্যা দূর হল বলে, তাঁরা চূড়ান্ত হতাশ। যে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী নীতি নিয়ে তাঁর পূর্বসূরীরা চলেছেন, তার ধারাবাহিকতা রক্ষায় বাধ্য বারাক ওবামা সাধারণ মার্কিন নাগরিকদের প্রতি কোনও প্রতিশ্রুতিই পূরণ করতে পারেননি। ফলে আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনে বা আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিততে হলে ওবামাকে যে কোনও উপায়ে দেখাতে হবে যে, স্বদেশবাসীর মঙ্গলের যাদুদণ্ডটি তাঁর হাতে এবং তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। অবশ্য তাতে জনগণ ভুলবে কি না, সেটা তখনই বোঝা যাবে। অর্থনীতির মন্দা দশা সামাল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করার বাধ্যতা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। এই অবস্থায় ভারতের বাজারটি তাঁর কাছে লোভনীয় হাতছানি। এবারের সফরে ওবামার লক্ষ্য হল ভারতে আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার ও বিনিয়োগ বাড়ানো সহ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিক্রির বন্দোবস্ত, সঙ্গে সঙ্গে কর্মহীন মার্কিন যুবক-যুবতীদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করা। একইসাথে ভারতের মাটিতে পা রেখে এশিয়ায় মার্কিন খবরদারি আরও খানিকটা জোরদার করাও তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য। মার্কিন বিদেশসচিব ২৯ সেপ্টেম্বর স্পষ্ট বলেছেন, পূর্ব এশিয়ায় ভারত যে ক্রমবর্ধমান শক্তি হিসাবে সামনে আসছে, সে ব্যাপারে তাঁরা ওয়াকিবহাল। ফলে এই অঞ্চলের নির্ণায়ক শক্তি ভারতের সঙ্গে স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্ক তৈরি করে তাকে সঙ্গী করেই এশিয়ায় নিজেদের প্রভাব বাড়াতে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ওবামার সফরে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত নানা চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে চলেছে। আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারি উইলিয়াম বার্নস জানিয়েছেন, এদেশে এসে বারাক ওবামা কৃষি, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন চুক্তিতে সই করবেন। এও শোনা যাচ্ছে যে, এদেশে তৈরি হওয়া মার্কিন সংস্থায় এবার থেকে যাতে আমেরিকার শ্রমিকরাও কাজ করতে পারে, সে সংক্রান্ত কথাবার্তাও পাকা করে যাবেন ওবামা।

সুতরাং একজন মার্কিন প্রেসিডেন্টের তিনদিন ধরে ভারত সফরের রেকর্ড তৈরির পিছনে মার্কিন অর্থনীতির তীব্র সঙ্কট সামাল দেওয়ার তাগিদই যে প্রধান, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এর সাথেই জড়িয়ে আছে মার্কিন স্ট্র্যাটেজিক বা সামরিক পরিকল্পনা। পণ্য ও পরিষেবার বাজার দখল নিয়ে মার্কিন অভিযানের সামনে আজ পুঁজিবাদী চীনকে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখছে আমেরিকা। এই বিরোধের মীমাংসা হবে কীভাবে? ইতিহাস বলছে, সামরিক শক্তিই শেষ পর্যন্ত মীমাংসার নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। এ জন্য ভারত মহাসাগরের উপর আমেরিকার দখল কায়েম করা চাই, যা ভারতের মিত্রতা ছাড়া আজ আর সম্ভব নয়। এ জন্যই আমেরিকা এই মহাদেশে তার পরিকল্পনার শরিক হিসাবে পেতে চায় 'গণতন্ত্র' ও 'অহিংসা'র পূজারী ভারতকে। ভারতের ধুরন্ধর শাসকশ্রেণী এটা বুঝেই আমেরিকার সহায়তায় পরমাণু চুক্তি করিয়ে নিয়েছে যেটা ভারতকে বিশ্বে সুপার পাওয়ারের স্বীকৃতি পেতে সহায়তা দেবে। যেটাকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকার তুলনায় জুনিয়র হলেও ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ আবার এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে পণ্য ও পরিষেবার বাজার বাড়াতে, পুঁজি বিনিয়োগ করতে অনায়াসে ঢুকতে পারবে।

সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী স্বার্থরক্ষার এই 'মূল্যবোধ'কে ভিত্তি করেই ভারত-মার্কিন শাসকদের এত গলাগলি, যেটা জনগণের ক্ষেত্রে ফাঁস। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভারত সফরকে স্বাগত জানালে ইরাক, আফগানিস্তান সহ বিশ্বের দেশে দেশে মার্কিন পুঁজির শোষণে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মার্কিন সামরিক অত্যাচারে যারা প্রতিদিন নিষ্পেষিত হচ্ছে ও মারা যাচ্ছে, মানুষ হিসাবে তাদের প্রতি বেইমানি করা হয়। এটা মনে রেখেই ভারতের জনগণকে ধিক্কারে ফেটে পড়তে হবে। এবং একই সঙ্গে সতর্ক থাকতে হবে সিপিএমের মতো তথাকথিত বামপন্থী দলগুলির মেকি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্লোগান সম্পর্কে, যারা সরকারি ক্ষমতায় থেকে দেশীয় একচেটিয়া ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সেবাদাসত্ব করতে গিয়ে গরিব চাষিকে হত্যা করতেও পিছপা হয় না। তাদের মুখে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা আসলে ভণ্ডামি, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শোষিত মানুষকে প্রতারণা করা।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) তাই সারা ভারতের জনগণকে ৮ নভেম্বর দেশ জুড়ে বিক্ষোভ জানাবার ডাক দিয়েছে। ঐ দিন পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা সহ সকল জেলা ও মহকুমা শহরে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হবে। দলমতনির্বিশেষে যথার্থ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনগণকে এই বিক্ষোভে সামিল হওয়ার আবেদন জানিয়েছে পার্টি।

শুধু ক্ষতিপূরণ নয়, দোষীদের শাস্তিও দিতে হবে

একের পাতার পর

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাজ্য সরকার কোর্টকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেছে। ১৪ মার্চের বিক্ষোভ ছিল একেবারেই শান্তিপূর্ণ এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সকলেই ছিল সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। তাই পুলিশ এবং সিপিএম ক্রিমিনাল বাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা ও গণধর্ষণ চালালেও আক্রান্ত হওয়া তো দূরের কথা, একজন পুলিশ বা ক্রিমিনালের গায়েও আঁচড় লাগেনি। এ কথা রাজ্যের প্রতিটি মানুষ জানে। নিরীহ মানুষদের ন্যূনতম সতর্কীকরণ ছাড়াই পুলিশ এবং সিপিএম ক্রিমিনালরা অতর্কিতে নৃশংস আক্রমণ চালিয়েছিল বলেই হাইকোর্ট গুলিচালনাকে অসাংবিধানিক আখ্যা দিয়ে সিবিআই তদন্ত এবং ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছিল।

আর, 'আন্দোলন করেছিল মাওবাদীরা'— এ কথা যে কত বড় মিথ্যা, তা সিপিএম নেতাদের থেকে বেশি ভালো আর কেউ জানে না। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের পুঁজি বিনিয়োগের জন্য নন্দীগ্রামে কয়েক হাজার একর জমির উপর কেমিকেল হাব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সরকার জনমতকে উপেক্ষা করে পুলিশ ও ক্রিমিনাল শক্তির জোরে জমি নিতে গেলে স্থানীয় মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে গড়ে তোলে 'ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি'। কমিটির নেতৃত্বে গড়ে তোলে দুর্বার গণআন্দোলন। দল-মত, ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নন্দীগ্রামের মানুষ ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে অংশ নেয়, প্রাণ দেয়, পুলিশ ও সিপিএম ক্রিমিনালদের অত্যাচার সহ্য করে এবং শেষপর্যন্ত প্রতিরোধে সফল হয়। মৃতদের তালিকাই প্রমাণ করে, তাঁরা সকলেই ছিলেন গ্রামের সাধারণ গরিব মানুষ। এই গণআন্দোলনকেই সিপিএম নেতারা মাওবাদী আন্দোলন বলে কোর্টকে বোঝাতে চেয়েছিল। বোধহয় ভেবেছিল, আন্দোলনে মাওবাদী তকমা দিতে পারলে গুলিচালনার অপরাধ বৈধতা পেয়ে যাবে। কিন্তু সিপিএমের এই চূড়ান্ত মিথ্যাচার কোর্ট বিশ্বাস করেনি। ক্ষতিগ্রস্ত সকলকেই ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

বাস্তবিক নিহত ও আহতদের নিয়ে সিপিএমের এই মিথ্যাচার আবারও দেখিয়ে দিল, মানুষের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের দাবি মেনে নেওয়া বা সেগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা নয়, যে কোনও উপায়ে সেই আন্দোলনকে দমন করাই আজ সিপিএমের চরিত্রে পরিণত হয়েছে। আর এই দমনের সাম্প্রতিক অজুহাতই হল মাওবাদী তকমা। নন্দীগ্রামের মতো সিঙ্গুরের আন্দোলনেও 'মাওবাদী আছে' বলে সিপিএম নেতারা প্রচার করেছিল। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে তাদের এই তত্ত্ব মানুষ বিশ্বাস করেনি। তাই লালগড়ে তারা আরও আটঘাট বেঁধে নেমেছিল। শেষ পর্যন্ত একে অজুহাত করেই তারা যৌথবাহিনী নামায় এবং জঙ্গলমহলের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক ও ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে পুলিশ ও মিলিটারির বুটের তলায় পিষে মারে।

প্রবল বিরুদ্ধ জনমতের চাপে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী এক সময় বলেছিলেন, নন্দীগ্রামে গণহত্যার সমস্ত দায়িত্ব আমার। সমস্ত দায়িত্বেরই কিছু দায় থাকে। মুখ্যমন্ত্রী কী দায় নিয়েছিলেন? দায় নিলে তো মুখ্যমন্ত্রীর উচিত ছিল দোষী পুলিশ ও ক্রিমিনালদের শাস্তির ব্যবস্থা করা, ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা এবং মানুষকে নিরাপত্তা দিতে না পারার দায়ে মুখ্যমন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ করা। মুখ্যমন্ত্রী এর কোনওটিই পালন করেননি। বুঝতে অসুবিধা হয় না, তাঁর এই দায়িত্ব স্বীকার ছিল আসলে রাজ্যের মানুষের সাথে, নন্দীগ্রামের অত্যাচারিত মানুষের সাথে ছলনা। আজ শুধু এ রাজ্য নয়, গোটা দেশের মানুষ তাঁদের প্রতারণার রাজনীতি ধরে ফেলেছে। এ রাজ্যে তাঁরা জনবিচ্ছিন্ন। গোটা দেশেই তাঁদের বামপন্থী মুখোশ খসে পড়ছে। এমনকী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাঁরা তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন। তাঁদের হুমকি ও সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে নন্দীগ্রাম আন্দোলন রাজ্যের মানুষকে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সর্বত্রই মানুষ প্রতিবাদে মুখর। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-বিদ্যুৎ-উচ্ছেদ প্রভৃতি সরকারের প্রতিটি অন্যায় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে গড়ে তুলছে একের পর এক আন্দোলন। শুধু ১৪ মার্চ নয়, গোটা নন্দীগ্রাম আন্দোলনেই পুলিশ-সিপিএমের যৌথ আক্রমণে বহু মানুষের প্রাণ গিয়েছে, গুরুতর আহত হয়েছেন, ঘরবাড়ি, সম্পত্তি হারিয়েছেন বহু মানুষ। তাঁদের সকলকেই যেমন উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ সরকারকে দিতে হবে, তেমনই হত্যাকারী ও অত্যাচারী পুলিশ ও সিপিএম ক্রিমিনালদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে— এটাই আজ মানুষের দাবি।

রাজ্য কমিটির বিবৃতি

একের পাতার পর

ইতিপূর্বে কলকাতা হাইকোর্ট একই রায় দেওয়া সত্ত্বেও সেই রায়কে কার্যকর না করে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে আসলে নন্দীগ্রামের মানুষ এবং রাজ্যের জনমতকেই অসম্মানিত করেছে।

আমরা দাবি করছি, ১) অবিলম্বে কোর্টের এই রায়কে কার্যকর করতে হবে, ২) নন্দীগ্রামের জমি রক্ষার আন্দোলন পর্বে বিশেষ করে ১৪ মার্চের গণহত্যা ও ১০ নভেম্বরের ঘটনায় দোষী পুলিশ, ক্রিমিনাল এবং সিপিএম নেতাদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে এবং ৩) কোর্টে দাখিল করা তালিকার বাইরেও সমগ্র নন্দীগ্রাম আন্দোলনে পুলিশ ও সিপিএম ক্রিমিনালদের আক্রমণে যে অসংখ্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের সকলকেই উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

খেলাচ্ছলে হত্যা ঃ আফগানিস্তানে ওবামা প্রশাসনের বর্বরতার নজির

খেলাচ্ছলে হত্যা। হ্যাঁ, ঠিক তাই। আফগানিস্তানে মোতায়েন মহান (!) 'সন্ত্রাস-বিরোধী' যুদ্ধে রত মার্কিন বাহিনীর সাম্প্রতিকতম বিনোদন এটাই। মার্কিন মিলিটারি ডকুমেন্ট উদ্ধৃত করেই ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় এই খবর প্রকাশিত হয়েছে।

সত্যিই তো, দেশ থেকে অত দূরে, বিশ্বে 'শান্তিরক্ষা' ও 'সন্ত্রাস দমনের' মতো এত গুরুভার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে যারা এইভাবে এরকম একটা রুক্ষ শুষ্ক দেশে দিনের পর দিন পড়ে আছে, তাদের কি সামান্য একটু বিনোদনের কোনও প্রয়োজন নেই! এটুকু 'নির্দোষ' আনন্দ, সামান্য 'ডাইভারশনে' কি দোষ ধরলে চলে? আর এতে মরছে তো কয়েকজন হতদরিদ্র আফগান। বেঁচে থেকেই বা কোন কাজে লাগত ওরা? তার থেকে মহান মার্কিন সেনাদের যে একটু আনন্দ দিতে পারছে এতে তো মরেও ওদের আনন্দ পাওয়া উচিত।

সত্যিই আজকের মার্কিন দখলীকৃত যুদ্ধদীর্ণ আফগানিস্তানে এরকম নিদর্শন ভুরি ভুরি। ওয়াশিংটন পোস্টে উদ্ধৃত মার্কিন মিলিটারি ডকুমেন্ট থেকেই এরকম অনেকগুলি ঘটনার কথা জানতে পারা যায়। যেমন কান্দাহারে মোতায়েন মার্কিন দ্বিতীয় গোলন্দাজ ডিভিশনের পঞ্চম স্ট্রাইকার কমব্যাট ব্রিগেডের অধীন এক প্লাটুন সেনার কীর্তি। এরা পাঁচ সদস্যের একটি কিলিং টিম তৈরি করেছিল, যারা ২০১০-এর জানুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে তিনটি পৃথক ঘটনায় তিনজন নিরীহ আফগানকে নেহাৎই খেলতে খেলতে হত্যা করে। তিনবারই তাদের মধ্যে একজন সৈন্য হঠাৎই যেন একসাথে বহুলোকের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েছে — এইভাবে হুইসল বাজাতে শুরু করে ও তার সঙ্গীরা সেটাকেই অজুহাত করে নিকটস্থ আফগান নাগরিককে হত্যা করে। শুধু এটুকু করেই তারা অবশ্য ক্ষান্ত হয়নি। মৃতদেহগুলির হাত-পা-মাথা কেটে নিয়ে তাদের মাথার খুলি ও হাড় হাতে নিয়ে তারা রীতিমতো পোজ দিয়ে ছবিও তোলে। সত্যই বীর (!) সেনাদের উপযুক্ত কীর্তিই বটে!

এ রকমই আরেকটি ঘটনার কথা জানতে পারা যাচ্ছে ঐ একই সূত্র থেকে। এ ক্ষেত্রে ঘটনাস্থল আফগানিস্তানের এক ছোট্ট গ্রাম 'লা মোহাম্মদ'। দিনটি ছিল ১৫ জানুয়ারি। সেখানে মোতায়েন এক মার্কিন সেনা হঠাৎই চিৎকার শুরু করে যে সে নাকি আক্রান্ত হয়েছে। বলতে বলতেই সে হঠাৎ কিছুটা দূরে একটি হ্যান্ড গ্রেনেড ছুঁড়ে মারে। বিস্ফোরণ ঘটার সাথে সাথেই তার সঙ্গী মার্কিন সেনারাও কাছাকাছি পথচলতি নিরীহ স্থানীয় গ্রামবাসীদের লক্ষ করে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র থেকে সরাসরি গুলি চালাতে শুরু করে। হ্যাঁ, এ ঘটনাও ছিল নিছকই মজা।

স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাদেরই ডকুমেন্ট বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত এসব ঘটনা সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। বরং অভিযোগ উঠেছে, তাদের প্রত্যক্ষ যদি নাও হয়, (যদিও সে সন্দেহ করারও যথেষ্ট কারণ আছে) পরোক্ষ মদতেই একমাত্র এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। আর মার্কিন সেনাদের এ ধরনের কীর্তি তো আর নতুন নয়। ভিয়েতনামে ছোট বাচ্চাদের জ্যান্ত অবস্থাতেই ধরে কিডনি কেটে নেওয়ার মতো বীভৎস অভিযোগও আগে তাদের বিরুদ্ধে উঠেছে। ইরাকের বাগরাম বন্দীশালা ও কিউবার গুয়ান্তানামো বে-তে বন্দীদের উপর তাদের ভয়াবহ অত্যাচার ও বীভৎস মজার সচিত্র রিপোর্টও অতি সাম্প্রতিক ঘটনাই। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, যখন খবরগুলি ফাঁস হয়ে বিশ্বের সাধারণ মানুষের কাছে এসেছে, ঘটনার বীভৎসতায় মানুষ শিউরে উঠেছে, আলোড়ন উঠেছে বিশ্বজুড়ে, একমাত্র তখনই মার্কিন কর্তৃপক্ষ নড়ে চড়ে বসতে বাধ্য হয়েছে, যেন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে বসেছে। তার আগে পর্যন্ত এসব নিয়ে তাদের কোনও হেলদোলই কিন্তু কখনও দেখা যায়নি। যেন তাদের কিছুই জানা ছিল না, তাদের অজান্তেই তাদের অধীন সৈন্যরা এ ধরনের জঘন্য ঘটনা ঘটিয়ে চলেছে দিনের পর দিন। তাদের এতটা সরলমতি বলে বিশ্বাসের কোনও কারণ খুঁজে পাওয়া সত্যিই ভার।

এবারের ঘটনাতেও তার সাক্ষ্য মিলেছে। আফগানিস্তানে মোতায়েন মার্কিন বাহিনীর জনৈক সার্জেন্ট কেলভিন আর গিবস, যার বিরুদ্ধে এই ধরনের খেলাচ্ছলে হত্যার অভিযোগ উঠেছে, সরাসরিই গর্ব করে তার সহকর্মীদের বলেছে, ইরাকে মোতায়েন থাকাকালীনও সে নাকি এধরনের বেশ কিছু ঘটনা ঘটিয়েছে। তার জন্য তাকে তেমন কিছু সরকারি ঝামেলায় মোটেই পড়তে হয়নি। আর যেটুকু অসুবিধায় সে পড়েছে তাও অতি সহজেই পাশ কাটিয়ে যাওয়া গেছে। আসলে এটাই সত্যি কথা। বাগরাম বন্দীশালায় বা গুয়ান্তানামো বে-তে ঘটা ঘটনা নিয়ে এত হৈ চৈ-এর পরেও ঐ সব ঘটনায় অভিযুক্তরা কতটুকু শাস্তি পেয়েছে? সম্প্রতি উইকিলিকস যখন এই ধরনের কিছু মার্কিন মিলিটারি ডকুমেন্ট ফাঁস করে, তখন তা উদ্ধার করার জন্য মার্কিন কর্তৃপক্ষের যে ভয়ঙ্কর উদ্বেগ দেখা গেল, তাও কি এই ইঙ্গিতই দেয় না যে, এ ধরনের সব ঘটনাই তাদের পরোক্ষ মদতেই ঘটে থাকে?

আসলে সাম্রাজ্যবাদেরই এ অনিবার্য পরিণতি। নির্বিঘ্নে নিজেদের শাসনশোষণ বজায় রাখতে তারা যাদের কাজে লাগায়, প্রথমেই তাদের ভিতরের মানুষগুলোকে তারা হত্যা করে। কারণ তাদের সেবায় যারা নিয়োজিত তাদের সম্পূর্ণ অমানুষ না বানালে, তাদের ভিতরের সমস্ত মানবিক গুণগুলোকে হত্যা না করলে তাদের দিয়ে নিজেদের হীন উদ্দেশ্য সাধন করা কোনওভাবেই সম্ভব হবে না। তাই এ এমন একটি প্রক্রিয়া যা সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীরাই অনুসরণ করে থাকে। আর যারা অমানুষে পরিণত হয়, মানুষের মতো ব্যবহার কি আর তাদের কাছে আশা করা যায়? তারা তো অমানুষের মতোই কাজ করবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন রাশিয়ায়, ইউরোপের নানা গ্রাম-শহরে ও শত শত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের নাৎসি ইতিহাসও কি একই সাক্ষ্য দেয় না?

(সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, সেপ্টেম্বর ২০, ২০১০)

পুঁজিবাদের স্বর্গরাজ্য আমেরিকাতেও ডাস্টবিনে খাবার খোঁজে মানুষ

ওবামা আসছেন ভারতে। তাঁর সফর ঘিরে দু'দেশের উন্নয়নের কথা শোনানো হচ্ছে। উন্নয়নের জিগির দেশের সমস্যাকে আড়াল করার একটি আধুনিক কৌশল এবং আমেরিকায় ওবামা তা শুরুও করেছেন। কেমনতর উন্নয়ন হচ্ছে আমেরিকায়?

সম্প্রতি মার্কিন সরকার ২০০৯ সালে জনগণনার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, তা পুঁজিবাদের স্বর্গরাজ্য আমেরিকার ভেতরকার চেহারা নগ্ন করে দিয়েছে। এই রিপোর্ট বলছে, আমেরিকায় প্রতি সাতজনে একজন বিপিএলভুক্ত, অর্থাৎ ১৪ শতাংশেরও বেশি মানুষ দারিদ্রসীমাভুক্ত। বিপিএল সম্পর্কে যাদের কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন, দারিদ্ররেখার উপরে এবং কাছাকাছি বসবাসকারী জনগণের অবস্থাও বিপিএলের মতোই। এই সংখ্যাকে হিসাবে ধরলে আমেরিকায় গরিব মানুষের সংখ্যা ২৫-২৬ শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে।

আমেরিকার জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০০৯-এ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করতেন ৪ কোটি ৩৬ লক্ষ মার্কিন নাগরিক। ২০০৮-এ এই সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৯৮ লক্ষ। মন্দার ধাক্কায় এক বছরে ৩৮ লক্ষ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে চলে গিয়েছেন। গত তিন বছরে চাকরি কমেছে প্রায় ৮০ লক্ষ। বেকারত্বের হার ১৯৩০-এর মহামন্দার পর সর্বাধিক (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১-১১-১০)। মন্দার কবল থেকে অর্থনীতিকে বাঁচাতে ওবামা প্রশাসন সরকারি কোষাগার থেকে প্রায় ৭৯ হাজার কোটি ডলার সাহায্য দিয়েছে। তবুও অর্থনীতি টলমল। এই সরকারি ভর্তুকি না পেলে আমেরিকার হাল কী হত? সেখানকার দক্ষিণপন্থী দল ডেমোক্র্যাটদের বক্তব্য, 'ঐ ত্রাণপ্রকল্প ঘোষণা না করলে দারিদ্রসীমার নিচে যেতেন আরও অন্তত ৩ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ, ভেঙে পড়ত মার্কিন অর্থনীতি' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮-৭-১০)।

কিন্তু এভাবে কতদিন ত্রাণ সাহায্য দিয়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে বাঁচানো যাবে? কেন মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দা? ডেমোক্র্যাটরা এ জন্য রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট বুশের অর্থনীতিকে দায়ী করলেও ওয়াকিবহাল মহল জানেন, বুশের অর্থনীতি ওবামার অর্থনীতি থেকে আলাদা কিছু নয়। উভয়েরই অর্থনীতি হল পুঁজিবাদী অর্থনীতি, যে অর্থনীতিতে সাধারণ মানুষ বিপর্যস্ত।

সংবাদ সংস্থা রয়টার জানাচ্ছে, 'নিউইয়র্কের রাস্তাতেও ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া খাবার হাতড়াচ্ছে মার্কিন নাগরিক'। শহরের ধনী লোকেদের যে উচ্ছিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলা হয়, সেটাই গরিবদের খাদ্য। ভাবা যায়! পুঁজিবাদী শোষণের পরিণামে দেশটা আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে! আমেরিকায় এখন স্লোগান উঠছে 'কাজ দাও।' কিন্তু কোথায় কাজ দেবে? পুঁজিবাদী অর্থনীতি মন্দার জন্ম দিয়েছে। মন্দার ধাক্কায় শিল্প-কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, কাজ হারাচ্ছে মানুষ। এ নিয়ে কোনও উদ্বেগ না আছে সরকারের, না আছে শিল্প মালিকদের। এই হল দেশবাসীর প্রতি তাদের দরদ। তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আজ মুনাফার কাছে বাঁধা।

মন্দাবিধ্বস্ত আমেরিকার এই চেহারা বুর্জোয়া ব্যবস্থার বহু ভক্তকেও আশঙ্কিত করে তুলেছে। বুর্জোয়া সাংবাদিকরা লিখছেন, 'চমকে ওঠার মতো' ঘটনা। তাঁরা লিখছেন, 'এই আর্থিক বর্ষে গৃহবধূরা সংসার চালাতে অধিক পরিমাণে কাজে নেমেছেন। দারিদ্রের এই রূপ বোধহয় দেখেনি আমেরিকা। ২০ শতাংশ শিশু এখন দারিদ্রের কোপে'। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গোটা বিশ্বে শোষণ লুণ্ঠন করে নিজ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছে, তা সত্ত্বেও তার এই চেহারা কেন? এই প্রশ্ন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ভাবাচ্ছে।

কীভাবে এই শিশুদের জন্য একটা বাসযোগ্য সমাজ দেওয়া যাবে? বুর্জোয়া অর্থনীতি দিয়ে আজ আর যে চলছে না, মার্কিন জনগণের ডাস্টবিনে খাবার সংগ্রহের ঘটনা — তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। তা হলে কী ধরনের অর্থনীতি চাই? চাই শোষণমূলক অর্থনীতির বিপরীত অর্থনীতি। চাই শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ।

সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদের কথা উঠলেই বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা আঙুল তুলে রাশিয়া-চীনের দিকে দেখায়। বলে, সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র তো ধসে পড়েছে, চীনেও এখন ভিখারির সংখ্যা বাড়ছে। কিউবাও সংস্কারের পথে হাঁটছে। এসব বলে তারা শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের সমাজতন্ত্রের প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহ মেরে দিতে চায়। কিন্তু একটু খোঁজ নিলেই সত্যানুসন্ধানী মানুষের চোখে ধরা পড়ে, যে রাশিয়া সমাজতন্ত্রের এত অগ্রগতি ঘটিয়েছিল তা ধসে পড়েছে একদিকে মার্কসবাদের যথাযথ চর্চা না হওয়ার ফলে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের হীন থেকে হীনতর নানা চক্রান্তে। চীনে যে আজ ভিখারি দেখা যাচ্ছে বলে বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলি লিখছে, তা সমাজতন্ত্রের সৃষ্টি নয়, সমাজতন্ত্র থেকে সরে আসারই পরিণাম এই ভিক্ষাবৃত্তি। মার্কসবাদকে হাতিয়ার করে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া ভিক্ষাবৃত্তি এবং নারীত্বের চরম অবমাননাকর পতিতাবৃত্তি সমাজ থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করেছিল। সেখানে পুঁজিবাদ কায়েম হওয়ায় সভ্যতার এই অভিশাপ ফিরে এসেছে। এটা গভীর দুঃখের। কিউবা যে সংস্কারের পথে হাঁটছে বলে সংবাদে প্রকাশ, তা যদি সত্য হয় তবে বুঝতে হবে, তা হয়েছে দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা অর্থনৈতিক অবরোধের চাপেই। সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা অর্থনৈতিক ভাবে অবরুদ্ধ হয়েও সমাজতান্ত্রিক কিউবা শিক্ষাকে পুরোপুরি অবৈতনিক করেছে, সকলের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছে। কোনও বুর্জোয়া রাষ্ট্র কি তা করেছে? কোনও বুর্জোয়া রাষ্ট্র কি বিনামূল্যে শিক্ষা-চিকিৎসা দেওয়ার কথা কখনও ভাবে? ভারত সহ প্রতিটি বুর্জোয়া রাষ্ট্রে শিক্ষা-স্বাস্থ্যে ক্রমাগত ফি বাড়িয়ে, চার্জ বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে এর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সমাজতন্ত্র গরিব মানুষকে অনাহার থেকে মুক্তি দিয়েছে। কীভাবে সমাজতন্ত্র তা পারে? পুঁজিবাদ পারে না কেন? পুঁজিবাদ পারে না কারণ, সেখানে মালিকানা ব্যক্তিগত। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের ক্ষেত্র ও যন্ত্রের মালিকানা শ্রমিকশ্রেণীর। পুঁজিবাদে উৎপাদন থেকে আহরিত আয়ের মালিক পুঁজিপতিশ্রেণী। কিন্তু সমাজতন্ত্রে এই আয় শ্রমিকশ্রেণীর হাতেই ফিরে যায়। ফলে জনগণের বস্তুগত চাহিদা অধিক পরিমাণে পূরণের বাস্তব অবস্থা তৈরি হয়। এই উন্নততর অর্থনৈতিক ভিতেই গড়ে ওঠে উন্নততর সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ যা পুঁজিবাদে কল্পনাও করা যায় না। এই সমাজতন্ত্রের প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ বাড়লে পুঁজিবাদের বিপদ। তাই সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কুৎসা বা অপপ্রচার বুর্জোয়াদের অস্তিত্বের সংগ্রামও বটে। কিন্তু এসব কোনও কিছু করেই পুঁজিবাদের দগদগে ক্ষত আড়াল করা যাচ্ছে না। বুর্জোয়া কলমচিরা চমকে উঠে লিখছেন, কোন ভয়ঙ্কর দিকে চলছে পুঁজিবাদ।

ডাস্টবিনে কুকুরের সাথে কাড়াকাড়ি করে মানুষের খাদ্য সংগ্রহের মর্মান্তিক দৃশ্য শুধু কি চোখকেই পীড়া দেবে? চোখ খোলাবে না?

বাঁশদ্রোণীতে সহস্রাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক আপত্তিপত্র জমা দিলেন অ্যাবেকার নেতৃত্বে

পেট্রল-ডিজেলের মতো বিদ্যুৎও মালিকদের কাছে এক বিরাট মুনাফা করার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিদ্যুতে গত ১৩ মাসে মাশুল বেড়েছে ৩ বার। কোম্পানি প্রতিবারই বলে লোকসান হচ্ছে। কিন্তু কোম্পানির হিসাবই বলছে গত বছর সিইএসসি লাভ করেছে ৪৩৪ কোটি টাকা। এসইডিসিএল লাভ করেছে ৫০০ কোটি টাকা। ফলে মালিকদের লোকসানতত্ত্ব মুনাফা করারই কৌশল। শুধু মাশুলবৃদ্ধিই নয়, তারা গ্রাহকদের ওপর অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি ধার্য করেছে বিপুল পরিমাণে। স্বাভাবিকভাবেই গ্রাহকরা ক্ষুব্ধ। কলকাতায় এসইডিসিএলের বাঁশদ্রোণী শাখায় ৮ অক্টোবর ৬০০ জন এবং ২৫ অক্টোবর ৪৭৫ জন গ্রাহক অ্যাবেকার নেতৃত্বে অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি প্রত্যাহারের দাবিতে আপত্তিপত্র জমা দেয়। অ্যাবেকা নেতৃবৃন্দ কর্তৃপক্ষকে সিকিউরিটি বিলিং-এ বহু অসংগতির কথা বলেন এবং শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ তা মেনে নেন। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সত্যেন ভট্টাচার্য, শিবাজী দে, ভবেশ গাঙ্গুলি, সুকোমল মজুমদার, তপন দাস, তপন বোস, রঞ্জন ঘোষ প্রমুখ।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

এ আই ইউ টি ইউ সির নেতৃত্বে হোসিয়ারি শ্রমিকরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে

বহু আগেই কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় নামীদামি কোম্পানির হোসিয়ারি পণ্য তৈরি করার কারখানা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে সেই সমস্ত কোম্পানিগুলির নামে হোসিয়ারি সামগ্রী উৎপাদনের জন্য ঐ কোম্পানিগুলির মালিকদের সহযোগিতায় 'মেকার' মালিকরা কলকাতা ছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ দুই ২৪ পরগণা জেলায় শত শত ছোট বড় কারখানা গড়ে তুলেছে। বহু মহিলা ও শিশুশ্রমিক এইসব কারখানাগুলিতে কাজের সাথে যুক্ত। হোসিয়ারি শ্রমিকদের দীর্ঘ লড়াই ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্জিত অধিকারগুলি আজ মালিকরা মানতে অস্বীকার করছে। ফ্যাক্টরি অ্যাক্টকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে হাজার হাজার শ্রমিককে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ১২/১৪ ঘণ্টা কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে, মালিকদের মর্জিমাফিক মজুরিতেই তাদের কাজ করতে হচ্ছে। ন্যায্য অধিকারের দাবি করলেই নেমে আসে ছাঁটাই-এর খড়্গ।

২০১০ সালের ১০ মে মালিক অ্যাসোসিয়েশন, শ্রমিক ইউনিয়নগুলি এবং রাজ্য শ্রম দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এক ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। ঐ চুক্তি অনুযায়ী মজুরি শ্রমিকরা আজও পায়নি। ঐ চুক্তিতে তিন দফায় মজুরি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছিল। প্রথম দফা ১০ মে, দ্বিতীয় দফা ১ অক্টোবর এবং তৃতীয় দফা ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়ার কথা। আশ্চর্যের বিষয়, চুক্তির ৫ মাস পরেও প্রথম দফার সম্পূর্ণ মজুরিবৃদ্ধি এখনও কার্যকর হয়নি। আবার ১ অক্টোবর থেকে দ্বিতীয় দফার মজুরি বৃদ্ধি হওয়ার কথা থাকলেও সে বিষয়ে মালিকরা নিশ্চুপ। ঐ চুক্তি মোতাবেক সকল শ্রমিককে সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়ার কথা থাকলেও আজও তা দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির ক্ষেত্রেও প্রথম দফায় খানিকটা মজুরি বাড়ানো হলেও পরবর্তী দুই দফায় মজুরি বৃদ্ধি কার্যকর হয়নি। পশ্চিমবঙ্গের 'স্টেট লেবার অ্যাডভাইসরি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে সর্বত্র পূজার আগেই ন্যূনতম ৮.৩৩ শতাংশ বোনাস দেওয়ার জন্য সরকার নির্দেশ দিলেও হোসিয়ারি মালিকরা তা দেয়নি — কারখানাভিত্তিক আন্দোলনের ফলে বোনাসের নামে কিছু টাকা শ্রমিকরা পেয়েছে। সংগঠনগুলির আন্দোলনবিমুখ মনোভাব ও মালিকদের সেবাদাসে পরিণত হওয়ার ফলেই আজ অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো হোসিয়ারি শ্রমিকরাও চূড়ান্ত বঞ্চনার শিকার।

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়ন পূর্ব মেদিনীপুরে হোসিয়ারি শ্রমিকদের দাবি নিয়ে তমলুকের এএলসি, হলদিয়ার ডিএলসি, কলকাতায় অ্যাডিশনাল লেবার কমিশন, ফ্যাক্টরি ইন্সপেক্টরদের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছে। এর ফলে হোসিয়ারি শ্রমিকদের মধ্যে এক আশার সঞ্চার হয়েছে। আন্দোলনের এই পর্যায়ে ৫ অক্টোবর সহস্রাধিক হোসিয়ারি শ্রমিক নব মহাকরণের সামনে প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও বিক্ষোভ দেখায়। এই বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল রাজ্য শ্রমমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন এবং ১০ মে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অবিলম্বে চালু করা সহ ৭ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেন।

আসামে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে
ডি এস ও-র বিপুল জয়

২৩ অক্টোবর আসামের লখিমপুর জেলার হারমোতি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও বিপুল ভোটে জয়ী হয়। ফি বৃদ্ধি, শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও-র লাগাতার আন্দোলন ছাত্রদের ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করে। সাধারণ সম্পাদক পদে বিশ্বজিৎ ডেকা, সহসম্পাদক পদে রফিক আলি, পত্রিকা সম্পাদক হিসাবে ইন্দ্রজিৎ ডেকা এবং ক্রীড়া সম্পাদক হিসাবে শরৎ ডেকা জয়ী হন।

যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের দাবিতে পশ্চিম মেদিনীপুরে তৃণমূল আয়োজিত জনসভায় এস ইউ সি আই (সি)

যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেসের গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান উপলক্ষে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাশাসক অফিসের সামনে ২৫ অক্টোবর এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা সম্পাদক কমরেড অমল মাইতি আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, এস ইউ সি আই (সি) শুরু থেকেই যৌথবাহিনী মোতায়েনের বিরোধিতা করেছিল। দলের নেতৃত্ব পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন, এর মধ্য দিয়ে সিপিএম কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সক্রিয় মদতে যৌথবাহিনীর ঢালের আড়ালে লালগড়ের মানুষের ন্যায্য আন্দোলন ধ্বংস করে হারানো জমি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করবে। আজও আমরা দাবি তুলছি, অবিলম্বে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে। সভায় তৃণমূল সাংসদ শুভেন্দু অধিকারীও বক্তব্য রাখেন।

দেশে ৩০ শতাংশ মানুষ দু'বেলা খেতে পান না

শাসকরা উন্নতি উন্নতি বলে হাজার চিৎকার করলেও, স্বাধীনতার তেষট্টি বছর পরও দেখা যাচ্ছে, দেশের ৩০ শতাংশ মানুষ দু'বেলা খেতে পান না। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজও ব্যাপক সংখ্যায় দারিদ্রের কবলে। এমনকী সাক্ষরতার হারে সব থেকে এগিয়ে থাকা কেরালা, তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যেও খাদ্যের অভাবে মানুষ ভয়ঙ্কর অপুষ্টিতে আক্রান্ত। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, ৩৫ মাস বয়সের নিচে শিশুদের মধ্যে কর্ণাটকে ৮৪ শতাংশ, অন্ধ্রপ্রদেশে ৮০ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ৭২ শতাংশ এবং কেরালায় ৫৬ শতাংশ রক্তাল্পতায় ভুগছে। এইসব রাজ্যগুলিতে উপরোক্ত শিশুদের ২২ থেকে ৩০ শতাংশের ওজন স্বাভাবিকের থেকে কম। ভারতের ৪৬ শতাংশ শিশু আজও অপুষ্টিতে ভোগে। এইসব না খেতে পাওয়া মানুষের শতকরা পঁচাত্তর জনই গ্রামের প্রান্তিক কৃষক, বর্গাদার, কৃষিশ্রমিক এবং ভূমিহীন মানুষ। নিরন্ন মানুষের যে শতকরা ২৫ জন শহরের বস্তিবাসী বা পথবাসী খাদ্যাভাবে ভুগছেন, তাঁদের অতীত দেখলেই বোঝা যায়, তাঁরা একসময় ছিলেন গরিব কৃষক, বর্গাদার, ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক। এভাবেই এঁরা একসময় খাদ্য উৎপাদনের সাথে যুক্ত ছিলেন। ভারতীয় সমাজে এঁদের অবস্থান শাসকদের থেকে অনেক দূরে। ২০১০-'১১-র বাজেটে যেখানে ৫ লক্ষ কোটি টাকা শিল্পপতিদের কর ছাড় দেওয়া হল, সেখানে খাদ্যে ভরতুকি দেওয়া হল মাত্র বাড়তি ১২ হাজার কোটি টাকা। যেখানে দৈনিক মাথাপিছু ৫০ গ্রাম প্রোটিন প্রয়োজন সেখানে ভারতের মানুষ পায় মাত্র ১০ গ্রাম করে।

এদেশে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ কম নয়। কিন্তু পচনশীল খাদ্যসামগ্রীর সংরক্ষণ ও সরবরাহ শিল্পের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ভীষণ দুর্বল। এইসব ক্ষেত্রে পরিকাঠামো দ্রুত উন্নত করার ব্যাপারে সরকারের কোনও রকম হেলদোল নেই। ফলমূল এবং শাকসবজি সহ পচনশীল সমস্ত রকম খাদ্যপণ্যের হিমায়িত বা বাতানুকুল সংরক্ষণ, বাতানুকূল যানবাহন অর্থাৎ রিফারভ্যান, ইনসুলেটেড কন্টেনার ইত্যাদি সহ ফসল সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং, সঞ্চয়, পরিবহন ও বিক্রয়ের সময় নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় গুণমান যথাসম্ভব বজায় রেখে খাদ্যপণ্যের সংরক্ষণের সর্বাত্মক ব্যবস্থাপনার পরিকাঠামোর দিকে কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারেরই কোনও দৃষ্টি নেই। প্রতি বছর ফলমূল ও শাকসবজির ৩০ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৪ কোটি টন নষ্ট হয়ে যায়। কৃষকদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। তাঁরা উপযুক্ত মূল্যও পান না। অভাবে ও ঋণের ভারে তাঁদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর ভারত সরকারের ডাইরেক্টরেট অব মার্কেটিং অ্যান্ড ইনস্পেকশন-এর তরফে প্রকাশিত এক সমীক্ষায় জানা যায় — এ দেশে ৫১০টি হিমঘর আছে, সেখানে ২ কোটি ১৬ লক্ষ টন খাদ্যসামগ্রীর সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। এর মধ্যে ৩০-৪০ শতাংশ ব্যবহারে লাগে। দেশের ৮০ শতাংশ হিমঘর আজও বেসরকারি হাতে। ২০০টি হিমঘরে মাত্র ৬৯,৯৪৭ টন দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রীর সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। মাত্র ২ শতাংশ হিমঘরে পিইউএফ ইনসুলেশন, মাত্র ১৮ শতাংশ হিমঘরে ডিপফ্রিজ, মাত্র ৯ শতাংশ হিমঘরে মেকানাইজড মেটেরিয়াল মুভমেন্ট এবং মাত্র ৮ শতাংশ হিমঘরে ফিন কয়েলস ব্যবস্থাপনা আছে। কোনও হিমঘরেই তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা নেই। মাত্র ৫৪ শতাংশ হিমঘরে ফসল অনুযায়ী তাপমাত্রা ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনের তুলনায় হিমঘরের সংখ্যা খুবই কম এবং সবগুলিই পুরনো প্রযুক্তির, যাতে কাজের কাজ বিশেষ হয় না। ৭৮ শতাংশ হিমঘরে শুধু আলু ও আলুর বীজ সংরক্ষণ ব্যবস্থা ছাড়া শস্য, ফলমূল বা শাকসবজি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। আজও প্রতিটি মহকুমা, ব্লক ও অঞ্চল স্তরে গুদাম ও হিমঘর এবং বাজারে খাদ্য পরিবহনের জন্য উপযুক্ত যানবাহন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। সরকারি পরিসংখ্যানে বছর বছর শুধু জিডিপি বৃদ্ধির ফিরিস্তি থাকে, এসব হিসেব থাকে না, সেখানে স্থান পায় না ক্ষুধার্ত মানুষের অসহায় আর্তি। স্বাধীনতার প্রায় সাড়ে ছয় দশক পরেও যেখানে ৩৬ কোটি মানুষকে না খেয়ে থাকতে হয়, সেখানে জিডিপি বৃদ্ধির হিসাব কি বাস্তব পরিস্থিতি চাপা দেওয়ার অপচেষ্টা নয়? (তথ্যসূত্র ঃ 'যোজনা', অক্টোবর ২০১০)

মাসে ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে জঙ্গলমহলে সিপিএমের ভাড়াটে গুন্ডা নিয়োগ

পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়াগ্রাম থানার পাতিনা গ্রামে সিপিএমের দুটি ক্রিমিনাল শিবিরের প্রায় ৫০ জন ভাড়াটে গুন্ডা প্রাপ্য টাকা না পেয়ে বিদ্রোহ করে ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে। ২৯ অক্টোবর সংবাদপত্রে তার সচিত্র রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে।

রাজ্যের মানুষ জানে, লালগড়ে আদিবাসী সাধারণ মানুষের আন্দোলন দমন করার জন্য যৌথবাহিনী নিয়োগের পাশাপাশি সিপিএম দলীয় ক্রিমিনালদের নিয়োগ করেছিল। প্রতিশ্রুতি ছিল, এরা সিপিএম নেতাদের কথামতো বিরোধীদের নিধন করবে, বিনিময়ে সিপিএম তাদের মাসে দশ হাজার করে টাকা দেবে, অত্যাচার চালানোর জন্য যত পিস্তল, থ্রি নট থ্রি রাইফেল, রকেট লঞ্চার, পাইপগান লাগবে — সব দেবে; দেবে মদের অফুরান সরবরাহ, উপরন্তু মিলবে লুঠপাটেরও ভাগ। এই বন্দোবস্তের ভিত্তিতেই ক্রিমিনালবাহিনী শুধু নয়াগ্রাম অঞ্চলেই নয়, গোটা জঙ্গলমহলের গরিব মানুষদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এইভাবে সিপিএম জঙ্গলমহলে তাদের স্বৈরাচারী 'দখলদারি' কায়েম করেছে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি মতো টাকা না দেওয়ায় এবং রাজ্যে পালাবদলের আশঙ্কায় কোনও কোনও ক্যাম্পের ক্রিমিনালরা সম্প্রতি বিদ্রোহ শুরু করেছে এবং ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে আসছে।

রাজ্যের মানুষের নিশ্চয়ই মনে আছে এই ক্রিমিনাল শিবিরগুলিকেই সিপিএম একসময় বলতো শরণার্থী শিবির। তারা প্রচার করত বিরোধীদের অত্যাচারে ঘরছাড়া মানুষরাই এই শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। সেই সময় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) স্পষ্ট ভাষায় বলেছিল, সিপিএম যে শরণার্থী শিবিরগুলি করেছে, সেগুলিতে আদৌ কোনও শরণার্থী বা ঘরছাড়া মানুষ নেই; গরিব মানুষদের আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য সেগুলিতে রাখা হয়েছে ভাড়াটে সশস্ত্র ক্রিমিনালদের। আজ ক্যাম্প ছেড়ে তাদের বেরিয়ে আসার ঘটনা এই বক্তব্যকেই সত্য প্রমাণ করছে।

এস ইউ সি আই (সি) বহুদিন ধরে বলে আসছে, সিপিএমের রাজনীতির একটাই লক্ষ্য যে কোনও ভাবে সরকারি ক্ষমতা ভোগদখল করা। এ জন্য কোনও অপকর্ম করতেই তাদের আটকায় না। নাশকতা ঘটিয়ে মানুষ হত্যা, ভাড়াটে খুনিদের দ্বারা বিরোধীদের খুন, গ্রামের গরিব মানুষকে ভাড়াটে খুনি হিসাবে খাটতে বাধ্য করা, মানুষের বিবেক ধ্বংস করে কুপ্রবৃত্তিগুলোকে বাড়িয়ে তোলা ইত্যাদি হেন অপকর্ম নেই যা তারা আজ করছে না।

সিপিএমের এই নোংরা রাজনীতি শুধু তাদের দলেরই ক্ষতি করছে না, সমাজে উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন বামপন্থী ও মার্কসবাদী রাজনীতি সম্পর্কে যে উচ্চধারণা ছিল, তাকেও জনমনে ছোট করছে; রাজনীতিকে একটা শয়তানের পেশায় পরিণত করেছে। মানুষকে রাজনীতি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে দেওয়া শাসক বুর্জোয়াদের একটি চক্রান্ত এবং বুর্জোয়াদের স্বার্থে সিপিএম তা করেই যাচ্ছে। এই শয়তানের পেশার অবসান আজ জরুরি। সংগ্রামী রাজনীতির চর্চার দ্বারাই তাকে প্রতিহত করতে হবে।

৭-১৭ নভেম্বর
মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা প্রচারাভিযান সফল করুন
এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বইপত্র পড়ুন ও পড়ান

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in